শ্রীশ্রীমনসা পূজা পদ্ধতি

পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য

ওঁ পৌরোহিত্য-পূজা বিজ্ঞান
পৌরোহিত্য হোক সর্বজনীন
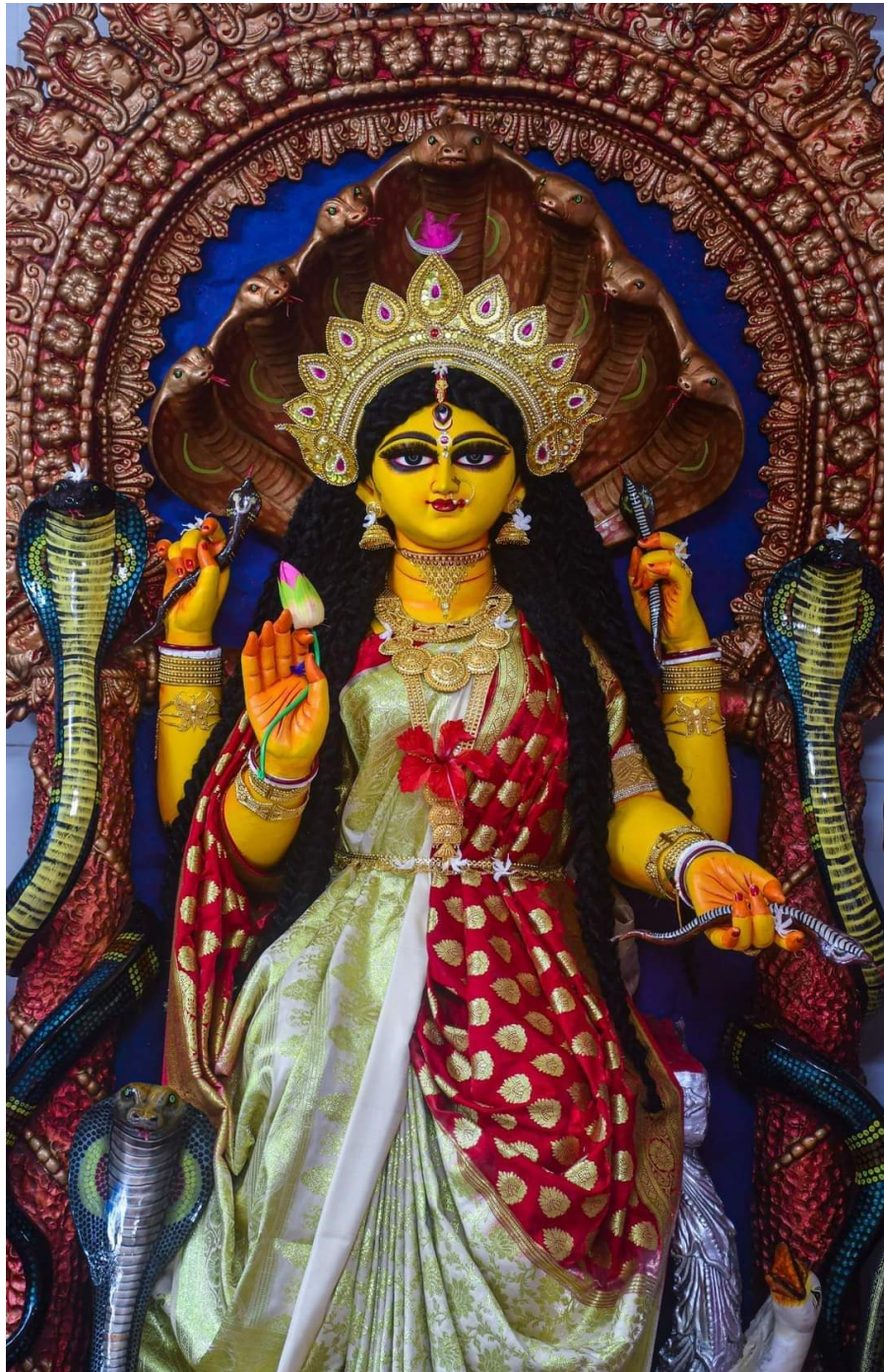
শ্রীশ্রীমনসাদেবী পূজা পদ্ধতি

[ফর্দ্দমালাসহ]

পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ও

শ্রীশক্তিপদ চক্রবর্ত্তী সংশোধিত।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রয়োগ	৭
বৈদিক আচমন; বিষ্ণুস্মরণ	৭
গুরু, গণেশাদির অর্চনা	৭
সূর্য্যার্ঘ্য, প্রণাম মন্ত্র	৮
তান্ত্রিক আচমন; স্বস্তিবাচন	৯
তন্ত্রোক্ত স্বস্তিবাচন	১০
তন্ত্রোক্ত স্বস্তিসূক্ত	১০
সাক্ষ্যমন্ত্র; বরণ	১০
সঙ্কল্প	১১
তন্ত্রোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত	১২
বেদীশোধন	১৩
বিতানশোধন	১৩
সামান্যার্ঘ্য স্থাপন	১৩
দ্বারপূজা	১৪
বিঘ্নাপসারণ	১৫
মাষভক্তবলি	১৫
ভূতাপসারণ; আসনশুদ্ধি	১৬
গুরুপংক্তি প্রণাম; করশোধন; পুষ্পশুদ্ধি	১৭
প্রাণায়াম	১৮
ভূতশুদ্ধি	১৯
অস্যার্থঃ	২০
সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি; মাতৃকান্যাস; করন্যাস	২২
অঙ্গন্যাস; অন্তমাতৃকান্যাস	২৩
বাহ্যমাতৃকান্যাস	২৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
সংহার মাতৃকান্যাস	২৪
পীঠন্যাস	২৫
তত্ত্বন্যাস; মূলমন্ত্রে করন্যাস; অঙ্গন্যাস	২৬
বীজন্যাস; বর্ণন্যাস; ব্যাপকন্যাস	২৭
ঘটস্থাপন বিধি	২৭
ঘটস্থাপন মন্ত্র; কাণ্ডরোপণ; সূত্রবেষ্টন	২৯
ধ্যান; প্রকারান্তর ধ্যান; মানসপূজা; অস্যার্থঃ	৩০
বিশেষার্ঘ্য স্থাপন; শঙ্খাদি পাত্রে	৩১
পীঠপূজা	৩২
আবাহন	৩৩
চক্ষুর্দান, প্রাণপ্রতিষ্ঠা	৩৬
গণেশাদির পূজা	৩৮-৪০
প্রধান পূজা	৪০-৪৫
অষ্টনাগ পূজা	৪৫
বলি প্রকরণ	৪৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
ছাগবলি	৪৯
খড়্গপূজা	৫০
স্তম্ভপূজা	৫১
মেষোৎসর্গ	৫২
কুষ্মাণ্ডাদি বলি	৫৩
বলিবিঘ্ন শান্তি	৫৪
তান্ত্রিক হোম	৫৪-৬১
পূজকাদির দক্ষিণান্ত	৬১
অচ্ছিদ্রাবধারণ; বৈগুণ্য সমাধান	৬২
মনসা স্তোত্রম্	৬৩
বিসর্জন বিধি	৬৪
শান্তিমন্ত্র	৬৬
নাগপঞ্চমী	৬৬
স্নুহীবৃক্ষে মনসাপূজা বিধি	৬৮-৭২
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৭২

ভূমিকা

শ্রীশ্রীমনসাদেবীর পূজা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রায় প্রতি ঘরে ঘরেই হইয়া থাকে। কোনও স্থানে দেবীর প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজা করা হয়। আবার কোনও কোনও স্থানে স্নুহী বৃক্ষে অর্থাৎ মনসা সীজ বৃক্ষে দেবীর পূজা করা হইয়া থাকে।

মনসা দেবীর পূজা হইল তন্ত্রোক্ত পূজা। অতএব তন্ত্রোক্ত মতেই এই পূজা করিতে হয়। শ্রদ্ধেয় পূজকগণ পূজা করিতে বসিয়া যাহাতে কোনোরূপ অসুবিধা বোধ না করেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই গ্রন্থখানি রচনা করা হইল। শুধু তাহাই নহে, যাহাতে গ্রন্থখানি বরাত বিহীন হয় তৎপ্রতিও সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। প্রয়োজনীয় মুদ্রাগুলির ছবিও ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

ইতঃপূর্বে মনসা পূজা পদ্ধতি নামে দু' একখানি গ্রন্থ বাজারে প্রকাশিত হইয়াছে। তবে তাহা খুবই সামান্য এবং সম্পূর্ণ বরাত বিহীন নহে। সেজন্যই গ্রন্থখানি যাহাতে বরাত বিহীন হয়, তৎপ্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে, প্রয়োজনীয় মুদ্রাগুলি লইয়া যাহাতে শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণদের বিব্রত হইতে না হয়, সেজন্য মুদ্রাগুলির চিত্র দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থখানি যাহাতে নির্ভুল হয়, সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। তবে মুদ্রণ সংক্রান্ত ব্যাপারে যদি কোনও ভুল ত্রুটি থাকিয়া যায়, তাহা অনিচ্ছাকৃত মনে করিয়া মার্জনা করিবেন।

এক্ষণে গ্রন্থখানি যদ্যপি শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণের কার্য্যোপযোগী হয় তাহা হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি—

গ্রন্থকার

ফর্দমালা

সিদ্ধি, সিন্দুর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, তীরকাঠি, তোকাঠা, প্রধান ঘট-১, দ্বারঘট-২, কুণ্ডহাঁড়ি, দর্পণ, আলতা, সিন্দুর, লালসুতা, আতপ চাউল-১ সরা, ঘটাচ্ছাদন গামছা-১, মাষকলাই, শ্বেতসরিষা, তিল, হরিতকী, পুষ্প, দূর্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, বিল্বপত্র মাল্য, চন্দ্রমাল্য, ধূপ, প্রদীপ, ধুনা, আসনাঙ্গুরী ১প্রঃ, মধুপর্ক বাটি১প্রঃ, মধু, দধি, চিনি, সশীষ ডাব-৩, আম্রপল্লব ৩, শাঁখা-১ প্রঃ, লোহা ১ প্রঃ, নথ ১ প্রঃ, সিন্দুর চুবড়ী ১, তরল আলতা ১ শিঃ, সিন্দুর কৌটা, দেবীর শাড়ি-১, নৈবেদ্য-৫, কুচানৈবেদ্য-১, উপকরণ, মিষ্টান্ন, দুগ্ধ, কদলী, বলির দ্রব্যাদি, কলাপাতা, বালি, কাষ্ঠ, গব্যঘৃত-৫০০ গ্রাঃ, পূর্ণপাত্র-১, হোমের বিল্বপত্র, যজ্ঞডুমুর সমিধ, থালা-১, গেলাস, বাটি, রচনা হাঁড়ি-১, মুড়কী, বাতাসা, গোময়, গোচনা, আরতির দ্রব্যাদি, ভোগের ব্যবস্থা। ভোজ্য-১, গঙ্গাজল, গঙ্গামৃত্তিকা, দক্ষিণা।

ওঁ নমো শ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীমনসাদেবীর পূজা পদ্ধতি

প্রয়োগ—নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে কর্তা পূজামণ্ডপে আসিয়া উত্তরাস্যে বসিবেন। (ব্রাহ্মণ পক্ষে— রক্তবস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ পূর্বক পূজামণ্ডপে আসিবেন) প্রথমে বৈদিক আচমন ও বিষ্ণুস্মরণাদি করিবেন।

বৈদিক আচমন—গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণহস্তে মাষমগ্ন (একটি মাষকলাই ডুবিতে পারে এইরূপ) পরিমাণ জল গ্রহণ করতঃ—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ" বলিয়া তিনবার পান করতঃ বিষ্ণুস্মরণাদি করিবেন।

বিষ্ণুস্মরণ—"ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।। ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ ।।" "ওঁ সর্বমঙ্গল্য মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মাণি কারয়েৎ ।।" অনন্তর গুরু গণেশাদির অর্চনা করিবেন।

গুরু, গণেশাদির অর্চনা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি

নবগ্রহেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি দিকপালেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বেভ্যো দেবদেবীভ্যো নমঃ।'' এই মন্ত্রে একটি করিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিবেন।

সূর্য্যার্ঘ্য—কুশীতে জল, রক্তচন্দন, জবা বা রক্তবর্ণ পুষ্প, আতপ তণ্ডুল, একটি সাগ্রকুশ লইয়া উভয়হস্তে ধরিয়া—''ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে।। ইদমর্ঘ্যং (যজুর্বেদীয় স্থলে—এষোঽর্ঘ্যঃ) ওঁ ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।'' এই মন্ত্র পাঠান্তে কপালে ঠেকাইয়া সূর্য্যের উদ্দেশ্যে তাম্রটাটে দিয়া প্রণাম মন্ত্রে প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—''ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।''

অনন্তর ''ওঁ বজ্রোদকে হুঁ ফট্ স্বাহা'' মন্ত্র পাঠ পূর্বক জলদ্বারা আসন অভ্যুক্ষণ করিয়া উত্তরমুখে বসিয়া—''ওঁ হ্রীং বিশুদ্ধ সর্বপাপানি শময়াশেষবিকল্পমপনয় হুঁ ফট্ স্বাহা।।'' মন্ত্রে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিবেন। অনন্তর করযোড়ে পাপক্ষয়ার্থ মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ দেবি ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তামভূন্মম্। তন্নিঃসারয় চিত্তান্মে পাপং হুং ফট্ চ তে নমঃ।। ১।। ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ মহাভূতানি পঞ্চ বৈ। এতে শুভাশুভস্যেহ কর্মণো নব সাক্ষিণঃ।। ২।।''

অতঃপর "হুং" মন্ত্রে পূজাস্থান অবলোকন করতঃ "ফট্" মন্ত্রে পূজাস্থান প্রোক্ষণ পূর্বক ভূমিদোষনাশার্থ ভূমিতে "ক্লীং" মন্ত্র লিখিবেন। অতঃপর "ওঁ মণিধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা।" মন্ত্র পাঠ পূর্বক আপন বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করিয়া গায়ত্রী পাঠ পূর্বক শিখা বন্ধন করিবেন। অনন্তর তান্ত্রিক আচমন করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন।

তান্ত্রিক আচমন—গোকর্ণাকৃতি হস্তে মাষমগ্ন পরিমাণ জল লইয়া তিনবার পান করিবেন, মন্ত্র যথা—"ওঁ হ্রীং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা। ওঁ হ্রীং বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা। ওঁ হ্রীং শিবতত্ত্বায় স্বাহা।"

স্বস্তিবাচন—তাম্রাদি পাত্রে আতপ তণ্ডুল লইয়া বাম করতলে রাখিয়া দক্ষিণ করতল দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পাঠ করিবেন। যথা—

"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্গণপত্যাদি নানাদেবতাপূজা পূর্বক সায়ুধবাহনানন্তাদ্যষ্টনাগসহিত শ্রীশ্রীমনসাদেবী পূজা কর্মণি। ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্ ॥

"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক সায়ুধবাহনানন্তাদ্যষ্টনাগ সহিত শ্রীশ্রীমনসাদেবী পূজাকর্মণি। ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥"

"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক সায়ুধবাহনানন্তাদ্যষ্টনাগ সহিত

শ্রীশ্রীমনসাদেবী পূজা কর্মণি। ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্ ॥" অতঃপর তন্ত্রোক্ত স্বস্তিবাচন ও স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবেন।

তন্ত্রোক্ত স্বস্তিবাচন—কুশীস্থ আতপ চাউলগুলি তিনবার ছড়াইতে ছড়াইতে ঘণ্টাবাদ্য সহকারে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ হ্রীং হুং স্বস্তি নঃ কাত্যায়নী হুং অপর্ণাশ্রবা স্বস্তি নঃ কালী হ্রীং মেধামৃতময়ী হ্রীং স্বস্তি নঃ প্রত্যঙ্গিরা দেবতা দধাতু। হ্রীং স্বস্তি, হ্রীং স্বস্তি, হ্রীং স্বস্তি ॥"

তন্ত্রোক্ত স্বস্তিসূক্ত—"ওঁ সর্বাশ্চ দেবাশ্চ বিভীতকঞ্চ প্রভঞ্জতাং মেরুসুবর্ণদায়ী। কালোদ্ধ মা মা সচেন্দ্রিয়াং শ্রিয়ো বিবিক্ত রাগাশ্চ পুনর্ভবায় বৈ ॥"

এইরূপে বৈদিক স্বস্তিবাচনের পর তন্ত্রোক্ত স্বস্তিবাচন ও স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিয়া সান্ধ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন।

সান্ধ্যমন্ত্র—করযোড়ে পাঠ করিবেন—"ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপাঃ। পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্ ॥" অনন্তর আবশ্যক বোধে পূজক ও তন্ত্রধারক বরণ করিবেন।

বরণ—কর্তা স্বয়ং পূজা করিতে অসমর্থ বা অনধিকারী হইলে পূজক ও তন্ত্রধারক বরণ করিবেন। কর্তা পূর্বাস্যে এবং বৃত ব্রাহ্মণ (পূজক ও তন্ত্রধারক) উত্তরাস্যে বসিবেন। যজমান

করযোড়ে বলিবেন—"ওঁ (নমো বা) সাধু ভবানাস্তাম্।" ব্রাহ্মণ বলিবেন—"ওঁ সাধ্বহমাসে।" যজমান—"ওঁ (নমো বা) অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।" ব্রাহ্মণ বলিবেন—"ওঁ অর্চয়।" পরে যজমান সচন্দন পুষ্প, বস্ত্রাঙ্গুরীয়ক ও যজ্ঞোপবীত লইয়া মন্ত্র পাঠান্তে ব্রাহ্মণের হস্তে দিবেন। মন্ত্র, যথা—"এতানি গন্ধপুষ্প বস্ত্রাঙ্গুরীয়ক যজ্ঞোপবীতানি ওঁ পূজক (তন্ত্রধারক পক্ষে—ওঁ তন্ত্রধারক) ব্রাহ্মণায় নমঃ।" ব্রাহ্মণ—"ওঁ স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবেন। অতঃপর যজমান দক্ষিণহস্তে কিঞ্চিৎ আতপ তণ্ডুল গ্রহণ করতঃ ব্রাহ্মণের দক্ষিণ জানু ধরিয়া বরণবাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ (বিষ্ণুর্নমঃ বা) তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (শূদ্রপক্ষে—শ্রীঅমুক দাসঃ) মৎসঙ্কল্পিত সায়ুধবাহনানন্তাদ্যষ্টনাগসহিত শ্রীশ্রীমনসাদেবী পূজা কর্মণি পূজক কর্মকরণায় (তন্ত্রধারকপক্ষে—তন্ত্রধারক কর্মকরণায়) অমুক গোত্রং শ্রীঅমুকদেশর্মাণমেভির্গন্ধাদি-ভিরভ্যর্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।।" বৃত ব্রাহ্মণ বলিবেন—"ওঁ বৃতোঽস্মি।" অতঃপর যজমান করযোড়ে বলিবেন—"ওঁ যথাবিহিতং পূজককর্ম (তন্ত্রধারক পক্ষে—তন্ত্রধারক কর্ম) কুরু।।" ব্রাহ্মণ বলিবেন—ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।" অনন্তর সঙ্কল্প করিবেন।

যজমান পক্ষে বরণের পূর্বে স্বস্তিবাচনের পরে সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে তিল, কুশ, ফল (হরিতকী), জবা অথবা অপরাজিতা পুষ্প, বিল্বপত্র,

আতপ তণ্ডুল, রক্তচন্দন গ্রহণ পূর্বক বাম করতলে রাখিয়া দক্ষিণ করতল দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ উত্তরাস্যে পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ, অমুক গোত্রঃ, শ্রীঅমুক দেবশর্মা (শূদ্রপক্ষে—শ্রীঅমুক দাসঃ) পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক সঙ্কল্পিত, (সার্বজনীন পক্ষে—যথাযথ গোত্রাণাং সর্বেষামধিবাসিবর্গাণাং) পূজোপকরণদাতৃণাঞ্চ জীববদেতৎ স্থূল শরীরাবিরোধেন সর্বাপচ্ছান্তিপূর্বকোরগাদি ভয়োপশমনকামঃ (শ্রীশ্রীমনসাদেবী প্রীতিকামো বা) সায়ুধবাহনপরিবার- নন্তাদ্যষ্টনাগসহিত গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক সায়ুধবাহনানন্তাদ্যষ্টনাগসহিত শ্রীশ্রীমনসাদেবী পূজা তদ্ধোমকর্মাহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি)।।"

এইরূপে সঙ্কল্প পূর্বক পাত্রস্থ জল কিঞ্চিৎ ঈশাণকোণে ফেলিয়া তন্ত্রোক্ত সঙ্কল্প সূক্তপাঠ করিবেন।

তন্ত্রোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত—"ওঁ ইন্দ্র্যাদ্যানো বিবেশী পুষ্টাং মা কৃণোতি সতাং সিঞ্চধ্বং প্রহিতামমরোভিঃ স্বর্গমাদধৎ কৃষ্ণায়ুর্দেব ওহতে।।"

অতঃপর গায়ত্রী পাঠান্তে "মাং" মূলমন্ত্র দ্বারা পঞ্চগব্য শোধন করিবেন। অনন্তর শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা বেদীশোধন ও বিতান (মণ্ডপ) শোধন করিবেন।

বেদীশোধন—“ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যূপেন যূপ আপ্যতে, প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা ।।”

বিতান শোধন—“ওঁ ঊর্দ্ধ উ ষু ণ, উতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা। ঊর্দ্ধো বাজস্য সণিতা যদঞ্জি- ভির্বাঘদ্ভিবিহ্বয়ামহে ।।” অতঃপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

সামান্যার্ঘ স্থাপন—ভূমিতে নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্মায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।” এইরূপে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া “ফট্” মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালন পূর্বক মণ্ডলোপরি স্থাপন করিবেন। অতঃপর “মাং” মূলমন্ত্রে কোশা জলপূর্ণ করিয়া তদুপরি পূজা করিবেন। যথা—“ওঁ অং অর্কমণ্ডলায়

ধেনুমুদ্রা

যোনিমুদ্রা

অঙ্কুশমুদ্রা

দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ।" ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, ধেনুমুদ্রা, যোনিমুদ্রা, অবগুণ্ঠনমুদ্রা ও মৎস্যমুদ্রা কোশার জলে প্রদর্শন করিয়া অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা কোশার জলে তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু।।"

মৎস্যমুদ্রা অবগুণ্ঠনমুদ্রা

অতঃপর উক্ত জলদ্বারা পূজোপকরণ ও নিজেকে অভ্যুক্ষণ করিয়া দ্বারপূজা করিবেন।

দ্বারপূজা—"ফট্" মন্ত্রে প্রোক্ষণীপাত্রের জলদ্বারা দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণ করতঃ দ্বারদেবতাগণের আহ্বান করিয়া পূজা করিবেন। যথা—

"ওঁ দ্বারদেবতাদয় ইহাগচ্ছত, ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত, ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত।" এইরূপে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া পূজা করিবেন। যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এইক্রমে—"ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ

নমঃ, ওঁ বিঘ্নায় নমঃ, ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ অস্ত্রায় নমঃ।।" অশক্তপক্ষে—"ওঁ দ্বারদেবতাগণেভ্যো নমঃ।।" অতঃপর বিঘ্নাপসারণ করিবেন।

বিঘ্নাপসারণ—"মাং" মূলমন্ত্রে দিব্য দৃষ্টিদ্বারা দিব্যবিঘ্ন, "ওঁ অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে অন্তরীক্ষের বিঘ্ন এবং ভূমিতে বামপদের গোড়ালি দ্বারা তিনবার আঘাত করিয়া ভৌমবিঘ্ন অপসারণ করিয়া মাষভক্ত বলি প্রদান করিবেন।

মাষভক্তবলি—স্ববামে ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি, কদলীপত্রে বা নবমৃন্ময় পাত্রে মাষকলাই, দধি ও আতপতণ্ডুল একত্র করিয়া স্থাপন করিবেন। অতঃপর আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা ভূতগণের আবাহন করিবেন। যথা—

"ওঁ ভূতাদয় ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত।"

এইরূপে আবাহন পূর্বক—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া মাষভক্তবলি উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে তিনবার অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মাষভক্তবলয়ে নমঃ" মন্ত্রে উহাতে সচন্দন পুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নারায়ণে গন্ধপুষ্প দিয়া "এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ" মন্ত্র পাঠান্তে কুশোদক দ্বারা উৎসর্গ করিবেন।

অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন—“ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তং বলিরেষ প্রসাধিতঃ।। পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলিভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাৎ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম।। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।” অতঃপর একগণ্ডুষ জল লইয়া—“ওঁ ভূতাদয়ঃ ক্ষমধ্বম্।” মন্ত্রে জলগণ্ডুষ ত্যাগ করিয়া, ভূতাপসারণ করিবেন।

ভূতাপসারণ—কিছু শ্বেতসর্ষপ বামহস্তে লইয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা সাতবার “ফট্” মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া—“ওঁ অপসর্পন্তুতে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া।। ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ।।’ এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক “ফট্” মন্ত্রে দশদিকে ছড়াইয়া দিবেন। অতঃপর আসনশুদ্ধি করিবেন।

আসনশুদ্ধি—কিঞ্চিৎ শ্বেতসর্ষপ গ্রহণ করিয়া “ওঁ সর্ববিঘ্নানুৎসারয় হুং ফট্ স্বাহা।” মন্ত্রে চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিয়া পুনরায় “হুং” মন্ত্রে পূজামণ্ডপ দর্শন এবং “ফট্” মন্ত্রে পূজা মণ্ডপ প্রোক্ষণ করিয়া ভূমিদোষ নাশার্থ ভূমিতে “ক্লীং” মন্ত্র লিখিবেন। অতঃপর “ওঁ রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা” মন্ত্রে জলদ্বারা পূজাস্থান শোধন করতঃ “ওঁ পবিত্র বজ্রভূমে হুং ফট্ স্বাহা।” মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করতঃ আসনোপরি—“ওঁ ক্লীং কামরূপায় নমঃ” মন্ত্রে পূজা পূর্বক

আসনের নিম্নে ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করতঃ “ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।” মন্ত্রে মণ্ডলে পূজা পূর্বক মণ্ডলের উপর আসন স্থাপন করতঃ আসন স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন। যথা—

“অস্য আসনোপবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবিত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্।” অতঃপর—“ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট্ স্বাহা।” মন্ত্রে আসনে একটি পুষ্প দিয়া গুরুপংক্তি প্রণাম করিবেন।

গুরুপংক্তি প্রণাম—(বামে) “ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ।” (দক্ষিণে) “ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।” (মধ্যে) ওঁ সায়ুধবাহন পরিবারানন্তাদ্যষ্টনাগসহিত শ্রীশ্রীমনসাদেব্যৈ নমঃ।” অতঃপর করশোধন করিবেন।

করশোধন—একটি সচন্দন পুষ্পদ্বারা করতলদ্বয় শোধন করতঃ আঘ্রাণ পূর্বক সেই পুষ্পটি ঈশাণ কোণে নিক্ষেপ করিয়া হস্ত প্রক্ষালন করিবেন। অনন্তর “ফট্” মন্ত্রে ছোটিকা (তুড়ি) দ্বারা দশদিক বন্ধন করিয়া পুষ্পশুদ্ধি করিবেন।

পুষ্পশুদ্ধি—পুষ্পে পূজনীয় দেবতার আবির্ভাব চিন্তা পূর্বক নারাচ মুদ্রায় পুষ্প স্পর্শ করিয়া পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক সম্বন্ধায় হুং। “ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে

সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা।" এইরূপে পুষ্প শোধন করিয়া প্রাণায়াম করিবেন।

প্রাণায়াম—দক্ষিণনাসাপুট ধারণ করিয়া—"মাং" মূলমন্ত্র ষোড়শবার জপ পূর্বক দেহমধ্যে বায়ু পূরণ করিবেন। ইহার নাম পূরক। অতঃপর উভয় নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করতঃ উক্ত "মাং" মূলমন্ত্র চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা বায়ু রোধ করিবেন। ইহার নাম কুম্ভক। অনন্তর উক্ত মূলমন্ত্র "মাং" দ্বাত্রিংশদ্বার জপ পূর্বক দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু ত্যাগ করিবেন। ইহার নাম রেচক। পরে বিপরীতভাবে অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু পূরণ, উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া কুম্ভক করিবেন। অতঃপর বামনাসাপুট দ্বারা বায়ু ত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন। পুনরায় বামনাসাপুটে বায়ুপূরণ, উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া কুম্ভক এবং দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু পরিত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন।

এইরূপ তিনবার করিলে একবার প্রাণায়াম হয়। প্রাণায়াম পূরকে ষোড়শ (১৬)। কুম্ভকে চতুঃষষ্টি (৬৪), এবং রেচকে দ্বাত্রিংশদ্বার (৩২) জপ করিতে হয়। অসমর্থ পক্ষে একবার করিলেও প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়। অশক্তপক্ষে ষোড়শবার স্থলে চারিবার, চতুঃষষ্টিবার স্থলে ষোড়শবার এবং দ্বাত্রিংশদ্বার স্থলে আটবার জপ করিলেও প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়। অনন্তর ভূতশুদ্ধি করিবেন।

ভূতশুদ্ধি—"রং" ইতি জলধারয়া বহ্নি প্রাকারং বিচিন্ত্য স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা হংসঃ ইতি মন্ত্রেণ জীবাত্মানং হৃদয়স্থং দীপকলিকাকারং মূলাধারস্থকুলকুণ্ডলিন্যাসহ সুষুম্নাবর্ত্মনা মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুরকানাহতবিশুদ্ধাজ্ঞাখ্য ষট্চক্রাণি ভিত্বা শিরোঽবস্থিতাধোমুখ সহস্রদল কমল কর্ণিকান্তর্গতপরমাত্মনি সংযোজ্য তত্রৈব পৃথিব্যাপ্তেজোবায়্বাকাশ গন্ধরসরূপ-স্পর্শ-শব্দ-নাসিকাজিহ্বাচক্ষুস্ত্বকশ্রোত্র বাক্‌পাণি পাদপায়ুপস্থ প্রকৃতিমনোবুদ্ধ্যাহঙ্কাররূপ চতুর্বিংশতি তত্বানি লীলানি বিভাব্য দক্ষিণ নাসাপুট ধৃত্বা যমিতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বাম নাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য যোড়শবার জপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃ-ষষ্টিবার জপেন কুম্ভকং কৃত্বা, বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য তস্য দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ দক্ষিণনাসাপুটে রমিতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা তস্য যোড়শবার জপেন বায়ুনা দেহমাপুর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবার জপেন কুম্ভকং কৃত্বা পাপপুরুষেণ সহ দেহং দগ্ধা, তস্য দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন বামনাসয়া ভস্মনাসহ বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ ঠমিতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামনাসাপুটে ধ্যাত্বা তস্য যোড়শবার জপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা, নাসাপুটৌ ধৃত্বা যমিতি বরুণবীজস্য চতুঃষষ্টিবার জপেন কুম্ভকং কৃত্বা তস্মাল্ললাটস্থচন্দ্রাদ্ গলিত সুধয়া মাতৃকাবর্ণাত্মিকয়া সমস্তদেহং বিরচর্য্য লমিতি পৃথ্বিবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য, দক্ষিণ নাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ।

ততঃ সোহহম্ ইতি মন্ত্রেণ জীবং স্বস্থানে সংস্থাপ্য কুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাদিনী চ যথাস্থানে সংস্থাপয়েৎ।। ততঃ জীবাত্মানং স্বহৃদয়ে স্থাপয়িত্বা সৃষ্টিক্রমেণ পঞ্চভূতানি যথাস্থানে স্থাপয়িত্বা দেবাত্মানং বিচিন্ত্য হৃদি হস্তং দত্বা পঠেৎ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং যং সং হৌং হংসঃ, মম প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং যং সং হৌং হংসঃ, মম জীব ইহ স্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং যং সং হৌং হংসঃ, মম সর্বেন্দ্রিয়াণি ইহস্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং যং সং হৌং হংসঃ, মম বাঙ্মনস্ত্বকচক্ষুঃ শোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।।"

অস্যার্থঃ—পূজক আপন ক্রোড়দেশে হস্তদ্বয় উত্তান (চিৎ) ভাবে বামদক্ষিণক্রমে উপর্য্যুপরি স্থাপন পূর্বক আপনাকে বহ্নিমণ্ডল মধ্যে অবস্থিত চিন্তা করিয়া "হংসঃ" চিন্তা করতঃ হৃদয়স্থিত দীপকলিকাকার জীবাত্মাকে মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনীর সহিত সুষুম্নাপথে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞানামক ষটচক্রভেদ করতঃ শিরোঽবস্থিত অধোমুখ সহস্রদল কমলকর্ণিকান্তর্গত পরমাত্মায় সম্মিলিত করিয়া, তাহাতে শারীরিক পৃথিব্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বিলীন চিন্তা পূর্বক "যং" এই ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ বামনাসাপুটে চিন্তা করতঃ, উক্ত বীজ ষোড়শবার জপ পূর্বক বায়ুদ্বারা দেহ পূরণ করিয়া, উভয় নাসাপুট ধারণ করতঃ উক্ত বীজ চতুঃষষ্টিবার (৬৪) জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া

বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত দেহের শোষণ চিন্তা করিয়া, উক্ত বীজ বত্রিশবার জপ পূর্বক দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু রেচন করিবেন। অতঃপর দক্ষিণাসাপুটে "রং" এই রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ চিন্তা করিয়া, উক্ত বীজ ১৬ বার জপ পূর্বক বায়ু দ্বারা দেহ পূরণ করিয়া উভয় নাসাপুট ধারণ করিয়া ৬৪ বার জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া পাপপুরুষের সহিত দেহকে মূলধারস্থিত বহ্নিদ্বারা দগ্ধ চিন্তা করিয়া উক্ত বীজ ৩২ বার জপ করিয়া বামনাসিকায় ভস্মসহ বায়ু রেচন করিবেন। পরে "ঠং" এই শুক্লবর্ণ চন্দ্রবীজ বামনাসিকায় চিন্তা করিয়া, উক্ত বীজ ১৬ বার জপ পূর্বক বায়ু আকর্ষণ করিয়া উক্ত বীজাকার চন্দ্রকে ললাটদেশে চিন্তা করিয়া উভয় নাসাপুট ধারণ করিয়া "বং" এই বরুণবীজ ৬৪বার জপ পূর্বক কুম্ভকদ্বারা সেই ললাটস্থ চন্দ্র হইতে বিগলিত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণাত্মিকা সুধাধারা দ্বারা সমস্ত দেহকে গঠিত চিন্তা করিয়া "লং" এই পৃথ্বীবীজ ৩২ বার জপ পূর্বক আপন দেহকে সুদৃঢ় চিন্তা করতঃ দক্ষিণ নাসাপুটদ্বারা বায়ু রেচন করিবেন। অতঃপর জীবাত্মাকে হৃদয়ে স্থাপনপূর্বক "সোঽহং" চিন্তা করিবেন। পরে "হংসঃ" এই মন্ত্রদ্বারা পৃথিব্যাদি যথাস্থানে স্থাপন পূর্বক আত্মাকে দেবতাস্বরূপ চিন্তা করিয়া আপন হৃদয়ে হস্ত দিয়া "ওঁ আং" ইত্যাদি প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রদ্বারা আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইহা অত্যন্ত কষ্টকর। অতএব শুধুমাত্র উক্ত বীজ কয়টির দ্বারা তিনবার প্রাণায়াম করিলেও ভূতশুদ্ধি হয়। ১৬ বার, ৬৪ বার, ৩২ বার জপ

করিতে অশক্ত হইলে ৪ বার , ১৬ বার এবং ৮ বার জপ দ্বারা প্রণায়াম করিবেন। ইহাতেও অসমর্থ হইলে সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি করিবেন।

সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি—নিম্নলিখিত চারিটি মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতাকে চিন্তা করিলেই সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি হয়। মন্ত্র চতুষ্টয় যথা—

"ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা।।১।। ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা।।২।। ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা।।৩।। ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সোঽহং হংসঃ স্বাহা।।৪।।

এইরূপে সাধ্যানুসারে ভূতশুদ্ধি করিয়া ন্যাসাদি করিবেন।

মাতৃকান্যাস—"অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি, স্বরাঃ শক্তয়ঃ মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।।" শিরসি—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রীছন্দসে নমঃ। হৃদি—ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ হলভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়ো—ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। সর্বাঙ্গে—ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।"

করন্যাস—"ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ অং যং রং লং

বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

অঙ্গন্যাস—"ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্।"

অন্তর্মাতৃকান্যাস—"ওঁ আধারে লিঙ্গ-নাভৌ হৃদয়সরসিজে তালুমূলে ললাটে, দ্বিপত্রে ষোড়শারে দ্বিদশ দশদলে দ্বাদশার্দ্ধে চতুষ্কে। বাসান্তে বালমধ্যে ডফ-কঠ-সহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাণাং, হং ক্ষং তত্ত্বার্থযুক্তং সকলদলগতং বর্ণরূপাং নমামি।। "ওঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ—ইতি কণ্ঠে। ওঁ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং—ইতি হৃদয়ে। ওঁ ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং—ইতি নাভৌ। ওঁ বং ভং মং যং রং লং—ইতি লিঙ্গমূলে। ওঁ বং শং ষং সং—ইতি মূলাধারে। ওঁ হং ক্ষং—ইতি ভ্রূমধ্যে।

বাহ্যমাতৃকান্যাস—(ধ্যান) "ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাম্। ভাস্মন্মৌলিনিবদ্ধ চন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্।। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রাণাং। বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে।।"

"অং নমঃ (ললাটে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), ইং ঈং নমঃ (চক্ষুষোঃ), উং ঊং নমঃ

(কর্ণয়োঃ), ঋ ঋৃং নমঃ (নসোঃ), ৯ং ৯ৃং নমঃ (গণ্ডয়োঃ), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ঐং নমঃ (অধরে), ওং নমঃ (উর্দ্ধদন্তে), ঔং নমঃ (অধোদন্তে), অং নমঃ (মস্তকে), অঃ নমঃ (মুখে), কং নমঃ (দক্ষিণবাহুমূলে), খং নমঃ (কূর্পরে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঙং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ছং নমঃ (কূর্পরে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঞং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), টং নমঃ (দক্ষিণোরুমূলে), ঠং নমঃ (জানুনি), ডং নমঃ (গুলকে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ণং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), তং নমঃ (বামোরুমূলে), থং নমঃ (জানুনি), দং নমঃ (গুলফে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে) নং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ভং নমঃ (নাভৌ), মং নমঃ (উদরে), যং নমঃ (হৃদি), রং নমঃ (দক্ষিণস্কন্ধে), লং নমঃ (ককুদি), বং নমঃ (বামস্কন্ধে), শং নমঃ (হৃদয়াদি দক্ষিণহস্তে), ষং নমঃ (হৃদাদি বামহস্তে), সং নমঃ (হৃদাদি দক্ষিণপাদে), হং নমঃ (হৃদাদি বামপাদে), লং নমঃ (হৃদয়াদ্যুদরে), ক্ষং নমঃ (হৃদাদি মুখে)।"

সংহার মাতৃকান্যাস : ধ্যান—"ওঁ অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং, বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরন্দিবাসাং, বর্ণেশ্বরীং প্রণমতস্তনভারনম্রাম্।।"

ক্ষং নমঃ (হৃদাদিমুখে), লং নমঃ (হৃদাদিজঠরে), হং নমঃ (হৃদাদিবামপাদাগ্রে), সং নমঃ (হৃদাদিদক্ষিণপাদাগ্রে), ষং নমঃ (হৃদাদিবামকরাগ্রে), শং নমঃ (হৃদাদিদক্ষিণকরাগ্রে), বং নমঃ

(বামস্কন্ধে), লং নমঃ (ককুদি), রং নমঃ (দক্ষিণস্কন্ধে), যং নমঃ (হৃদি), মং নমঃ (উদরে), ভং নমঃ (নাভৌ), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), নং নমঃ (বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), দং নমঃ (গুলফে), থং নমঃ (জানুনি), তং নমঃ (বামপাদমূলে), ণং নমঃ (দক্ষিণপাদাঙ্গুল্যগ্রে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ডং নমঃ (গুলফে), ঠং নমঃ (জানুনি) টং নমঃ (দক্ষিণপাদমূলে), ঞং নমঃ (বামকরাঙ্গুল্যগ্রে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ছং নমঃ (কূর্পরে), চং নমঃ (বাহুমূলে), ঙং নমঃ (দক্ষিণকরাঙ্গুল্যগ্রে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), খং নমং (কূর্পরে) কং নমঃ (বাহুমূলে), অং নমঃ (মুখে), অঃ নমঃ (মস্তকে), ঔং নমঃ (অধোদন্তপঙ্ক্তৌ), ওং নমঃ (ঊর্দ্ধদন্তপঙ্ক্তৌ), ঐং নমঃ (অধরে), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ঌং নমঃ (বামগণ্ডে), ৡং নমঃ (দক্ষিণগণ্ডে), ৠং নমঃ (বামনাসাপুটে), ঋং নমঃ (দক্ষিণনাসাপুটে), ঊং নমঃ (বামকর্ণে), উং নমঃ (দক্ষিণকর্ণে), ঈং নমঃ (বামনেত্রে), ইং নমঃ (দক্ষিণনেত্রে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), অং নমঃ (ললাটে)।

পীঠন্যাস ঃ হৃদয়ে—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। দক্ষিণস্কন্ধে—ওঁ ধর্মায় নমঃ। বামস্কন্ধে—ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। বামোরুমূলে—ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণোরুমূলে—ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ। মুখে—ওঁ অধর্মায়

নমঃ। বামপার্শ্বে—ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। নাভৌ—ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণ পার্শ্বে—ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। পুনর্হৃদয়ে—ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ আং আত্মনে নমঃ, ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। ওঁ আং প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ ঈং মায়ায়ৈ নমঃ, ওঁ উং জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, ওঁ ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ, ওঁ ওং নন্দিন্যৈ নমঃ, ওঁ ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ অং বিজয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ অঃ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ।

তত্ত্বন্যাস—"ওঁ হ্রীং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা" মন্ত্রে পাদাদি নাভি পর্যন্ত। "ওঁ হ্রীং বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা" মন্ত্রে নাভি হইতে হৃদয়। "ওঁ হ্রীং শিবতত্ত্বায় স্বাহা" মন্ত্রে হৃদয় হইতে মস্তক পর্যন্ত উভয় হস্তে সচন্দন পুষ্প লইয়া স্পর্শ করিবেন। অতঃপর মূলমন্ত্রে করন্যাস করিবেন।

মূলমন্ত্রে করন্যাস—"ওঁ মাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ মীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ মূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ মৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ মৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ মঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।"

মূলমন্ত্রে অঙ্গন্যাস—"ওঁ মাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ মীং শিরসে স্বাহা, ওঁ মূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ মৈং কবচায় হুং, ওঁ মৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ মঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।"

বীজন্যাস—গন্ধপুষ্পদ্বারা যথাস্থান স্পর্শ করিবেন। যথা—"ব্রহ্মরন্ধ্রে—মাং নমঃ।" ললাটে—"মাং নমঃ।" নাভৌ—"হূং নমঃ" গুহ্যে হূং নমঃ" মুখে—"হ্রীং নমঃ" সর্বাঙ্গে—"হ্রীং নমঃ।"

বর্ণন্যাস—সচন্দন পুষ্প লইয়া যথাস্থান স্পর্শ করিবেন। যথা—(হৃদয়ে) ওঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং নমঃ।" (দক্ষিণবাহু) ওঁ এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ।" (বামবাহু) "ওঁ ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ।" (দক্ষিণপাদে) "ওঁ ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং মং নমঃ।" (বামপাদে) "ওঁ যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমঃ।"

প্রতিটি বর্ণের আদিতে "ওঁ" এবং অন্তে "নমঃ" যোগে ন্যাস করিবেন।

ব্যাপকন্যাস—সচন্দন পুষ্প লইয়া প্রণব পুটিত মূলমন্ত্র—"ওঁ মাং ওঁ (অথবা ওঁ হ্রীং ওঁ) উচ্চারণ করিতে করিতে মস্তক হইতে পাদদেশ এবং পাদদেশ হইতে মস্তক পর্যন্ত অনন্তর নাভি হইতে হৃদয় পর্যন্ত উভয় হস্তদ্বারা সাতবার, পাঁচবার অথবা কমপক্ষে তিনবার ব্যাপকন্যাস করিবেন।

ঘটস্থাপন বিধি—প্রতিমার সম্মুখে পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা সর্বতোভদ্রমণ্ডল বা প্রথমে একটি নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল করিবেন, তদুপরি একটি উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল করিলে ষট্‌কোণ হইবে। তাহার বাহিরে একটি বৃত্ত, বৃত্তের উপরে অষ্টদল অঙ্কিত করিবেন। তাহার বহির্ভাগে

চতুর্দ্বার যুক্ত চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন করিবেন। ইহাতে অশক্ত হইলে শুধুমাত্র অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিবেন। অতঃপর উক্ত মণ্ডলোপরি কিছু গঙ্গামৃত্তিকা অভাবে শুদ্ধমৃত্তিকা দিয়া তদুপরি ধান্য ছড়াইয়া দিবেন, অথবা পঞ্চশস্য দিবেন। অনন্তর নাতি হ্রস্ব নাতি দীর্ঘ সুদৃঢ় ঘট লইয়া ঘটে পঞ্চরত্ন, সিদ্ধি সর্বৌষধি ও মহৌষধি দিয়া জলপূর্ণ করতঃ মৃত্তিকার উপরে বসাইবেন। ঘটের মুখে তন্ত্রোক্ত পঞ্চপল্লব, যথা—আম্র, জাম, কদ্‌বেল, দাড়িম্ব ও বিল্ব। প্রমাণ, যথা—"আম্রজম্বুকপিথাশ্চ বিল্বশ্চ বীজপূরক।" আবার মতান্তরে বলা হইয়াছে—শিমূল, আম্র, বট, অশ্বত্থ ও বকুল। প্রমাণ, যথা—"কন্টকাম্র-বটাশ্বত্থবকুলাঃ ।।"

ইহার যে কোনও মতানুযায়ী পঞ্চপল্লব ব্যবহার করিবেন। তদুপরি এক সরা আতপ চাউল দিবেন। চাউলের উপর একটি সশিষ ডাব সিন্দুর মাখাইয়া দিবেন। ঘটে সিন্দুর দ্বারা একটি নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া তাহাতে বিল্বপত্রের বৃন্ত দ্বারা মূলমন্ত্র "ওঁ মাং" অথবা—"ওঁ হ্রীং" লিখিয়া বিল্বপত্র দ্বারা চাপা দিবেন। ঘটে লালসূতার দ্বারা আলতা ও দূর্বা বাঁধিয়া দিবেন। দেবীর হস্তে লালসূতার দ্বারা দূর্বা বাঁধিয়া দিবেন। ঘটের উপর একটি বস্ত্র (অভাবে গামছা) দিবেন। ঘটে দধিযুক্ত আতপ চাউল দিবেন। অতঃপর পুষ্পমাল্য ও চন্দ্রমাল্য দ্বারা সুসজ্জিত করিবেন।

ঘটের বামে কিছু মৃত্তিকা দিয়া তদুপরি কুণ্ডহাঁড়ি বসাইয়া, তাহার মুখে তেকাঠা ও দর্পণ

দিবেন। বামে স্থান না হইলে সম্মুখে দিবেন। অতঃপর চারিদিকে চারিটি তীরকাঠি পুঁতিয়া দিয়া, লালসূতা দ্বারা বেষ্টন করিবেন। অনন্তর ঘটস্থাপন মন্ত্র পাঠ পূর্বক প্রতিটি দ্রব্য স্পর্শ করিয়া ঘটস্থাপন করিবেন।

ঘটস্থাপন মন্ত্র—"ক্লীং" মন্ত্রে ঘট প্রোক্ষণ করিয়া "ঐং" মন্ত্রে শোধন করতঃ "হ্রীং" মন্ত্রে ঘট মণ্ডলে স্থাপন করিবেন। অতঃপর "হ্রীং" মন্ত্রে জলদ্বারা ঘট পূর্ণ করিয়া, ঘটস্থ জলে করযোড়ে তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সরাংসি জলদা নদাঃ। হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বর্গপাতালভূগতাঃ।। সর্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্তু সন্নিধিম্।।" পরে "শ্রীং" মন্ত্রে পল্লব দিয়া "হুং" মন্ত্রে ফল, (ডাব) দিয়া "স্ত্রীং" মন্ত্রে স্থিরীকরণ "রং" মন্ত্রে সিন্দুর দান, "যং" মন্ত্রে পুষ্প, 'শং" মন্ত্রে দূর্বা দিয়া "ওঁ" মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা ঘট অভ্যুক্ষণ করতঃ "ওঁ হুং ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে কুশদ্বারা ঘট তাড়ন করিবেন।

কাণ্ডরোপণ—তীরকাঠি স্পর্শ করিয়া—'ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পরুষ পরুষস্পরি। এবানো দূর্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ।।"

সূত্রবেষ্টন—সূত্র স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন। যথা—'ওঁ সূত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রা মনাগমস্রবন্তী মা রুহমা স্বস্তয়ে।।"

কূর্মমুদ্রা

অতঃপর কূর্মমুদ্রাযোগে সচন্দন রক্তপুষ্পাদি লইয়া দেবীর ধ্যান পাঠ করিবেন।

ধ্যান—"ওঁ দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাং। হংসরূঢ়ামুদারামরুণিত-বসনাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ।। স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কণকমণিগণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈঃ। বন্দেঽহং সাষ্টনাগামরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্।।

প্রকারান্তর ধ্যান—"ওঁ শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণ ভূষিতাম্। বহ্নিশুদ্ধাংশুকাঙ্গীনাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্।। মহাজ্ঞানযুতাঞ্চৈব প্রবরাং জানিনাং সতাম্। সিদ্ধাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ সিদ্ধাং সিদ্ধিপ্রদাং ভজে।"

অনন্তর ধ্যানান্তে পুষ্পটি নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিবেন।

মানসপূজা—দেবীং ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা, হৃৎপদ্মে পীঠোন্যাসোক্ত কল্পিত পীঠে তেজোময়ীং দেবীরূপং বিচিন্ত্য হৃৎপদ্মমানসং দদ্যাৎ, সহস্রারচ্যুতহমৃতৈঃ। পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎমনস্ত্বর্ঘ্যং প্রকল্পয়েৎ।। আচামমমৃতেনৈব স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতম্। আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধঃ স্যাৎ ক্ষিতিতত্বকম্।। চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং ক্ষিতি প্রকল্পয়েৎ। তেজস্তত্বং চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধি।. অনাহতধ্বনি ঘন্টা বায়ুস্তত্বঞ্চ চামরম্। সহস্রারং ভবেৎ ছত্রম্ শব্দতত্বং চ গীতকম্। নৃত্যম্ ইন্দ্রিয় কর্মাণি পূজাং ইত্থন্ প্রকল্পয়েৎ।।"

অস্যার্থঃ—দেবীর ধ্যানান্তে নিজ মস্তকে পুষ্পটি দিয়া পীঠোন্যাসোক্ত কল্পিত পীঠে

তেজোময়ী দেবীরূপ চিন্তা পূর্বক সহস্রারচ্যুত অমৃত, কুলকুণ্ডলিনী পাত্রস্থ বারিকে পাদ্য, মনকে অর্ঘ্য, আচমনীয় এবং স্নানীয় দিবেন। আকাশতত্বকে বস্ত্র, ক্ষিতিতত্বরূপ গন্ধ, অহিংসাদি নির্মল গুণসকলকে পুষ্প, প্রাণকে ধূপ, তেজস্তত্বরূপ দীপ, সহস্রারচ্যুত অমৃতরূপ নৈবেদ্য, অনাহতধ্বনিরূপ ঘণ্টা, বায়ুতত্বস্বরূপ চামর, সহস্রদল পদ্মকে ছত্র, শব্দতত্বরূপ গীতবাদ্য, ইন্দ্রিয় কর্মাদিকে নৃত্যস্বরূপ নিবেদন করিবেন। অতঃপর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন—স্ববামে নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া, তদুপরি ত্রিপদিকা স্থাপন পূর্বক "ফট্" মন্ত্রে শঙ্খপাত্র প্রোক্ষণ করতঃ ত্রিপদিকোপরি স্থাপন পূর্বক "নমঃ" মন্ত্রে শঙ্খপাত্রে গন্ধপুষ্প, দুর্বাক্ষতাদি স্থাপন করিবেন। অতঃপর বিলোমমাতৃকা আদিতে "ওঁ" অন্তে "নমঃ" যোগে পাঠ করিতে করিতে জল দ্বারা শঙ্খ পূরণ করিবেন। যথা—"ওঁ ক্ষং নমঃ" এইক্রমে—হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ং ৠং ঋং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং অঃ নমঃ ।।" অনন্তর মূলমন্ত্রে (মাং) পুনর্বার ত্রিভাগ পূর্ণ করিবেন। অতঃপর শঙ্খাদি পাত্রে পূজা করিবেন। যথা—

শঙ্খাদি পাত্রে—"ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ।" জলে—"ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ।" ত্রিপদিকাতে—"ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে

নমঃ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজান্তে অঙ্কুশমুদ্রা (পৃঃ ১৩) যোগে উক্তজলে তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।” অনন্তর শঙ্খজলে দেবীর ধ্যান (পৃঃ ৩০) পূর্বক “হূং” মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা, (পৃঃ ১৪), “বৌষট্” মন্ত্রে গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া জলে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মাং (হ্রীং বা) মনসাদেব্যৈ নমঃ।” মন্ত্রে দেবীর পূজা করতঃ মৎস্যমুদ্রায় (পৃ ১৪), আচ্ছাদন করিয়া দেবীর মূলমন্ত্র “মাং” দশবার জপ করিবেন। অতঃপর “বং” মন্ত্রে ধেনুমুদ্রায় (পৃঃ ১৩) অমৃতীকরণ করিয়া উক্ত জল কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীপাত্রে (কোশায়) দিয়া সেই জল দ্বারা নিজেকে ও পূজোপকরণ সমূহ অভ্যুক্ষণ করিবেন। অতঃপর পীঠপূজা করিবেন।

গালিনীমুদ্রা

পীঠপূজা—প্রথমে গন্ধপুষ্প দ্বারা “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মণ্ডলায় নমঃ” মন্ত্রে সর্বতোভদ্র-মণ্ডল বা অষ্টদলপদ্ম মণ্ডলে পূজা করিয়া উক্ত মণ্ডলে পীঠদেবতাগণের আবাহন করিয়া পূজা করিবেন। যথা—

“ওঁ পীঠদেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধ্বত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম,

অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত।" অতঃপর পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ।" অগ্ন্যাদিকোণ চতুষ্টয়ে—'ওঁ ধর্মায় নমঃ।" বামস্কন্ধে—"ওঁ জ্ঞানায় নমঃ।" বামোরুমুলে—"ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ।" দক্ষিণোরুমূলে—"ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ।" মুখে—ওঁ অধর্মায় নমঃ।' বামপার্শ্বে—"ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ।" নাভৌ—"ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ।" দক্ষিণপার্শ্বে—"ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ।" মধ্যে—"ওঁ অনন্তায় নমঃ।" ওঁ পং পদ্মায় নমঃ। ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ। ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশ কলাত্মনে নমঃ। ওঁ সং সত্বায় নমঃ। ওঁ রং রজসে নমঃ। ওঁ তং তমসে নমঃ। ওঁ আং আত্মনে নমঃ। ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ। ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ। ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। ওঁ আং প্রভায়ৈ নমঃ। ওঁ ঈং মায়ায়ৈ নমঃ। ওঁ উং জয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ। ওঁ ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ। ওঁ ওং নন্দিন্যৈ নমঃ। ওঁ ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ অং বিজয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ অঃ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ।।" অনন্তর আবাহন করিবেন।

আবাহন—কূর্মমুদ্রাযোগে (পৃঃ ২৯) সচন্দন পুষ্পবিল্বপত্রাদি লইয়া দেবীর ধ্যান পূর্বক দেবীর মূলমন্ত্র (মাং) উচ্চারণ করতঃ পুষ্পে দেবীর আবির্ভাব চিন্তা করিয়া পুষ্পটি ঘটে

দিবেন। অনন্তর আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ দেবীর আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ সায়ুধবাহনানন্তাদ্যষ্টনাগসহিত শ্রীশ্রীমনসা দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, (আবাহনী মুদ্রা)

আবাহনী　স্থাপনী　সন্নিধাপনী

সন্নিরোধিনী　সম্মুখীকরণ　পরমীকরণ

ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ। (স্থাপনীমুদ্রা) ইহসন্নিধেহি। (সন্নিধাপনীমুদ্রা) ইহসন্নিরুধ্যস্ব (সন্নিরোধনী মুদ্রা) অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ (সম্মুখীকরণমুদ্রা)।। অতঃপর "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা (পৃঃ ১৪) প্রদর্শন করিবেন। অনন্তর মূলমন্ত্রে দেবীর ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—মাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, মীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, মুং মধ্যমাভ্যাং বষট্, মৈং কবচায় হুং। মৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট, মঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্। 'মাং হৃদয়ায় নমঃ, মীং শিরসে স্বাহা, মূং শিখায়ৈ বষট্, মৈং কবচায় হুং, মৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, মঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।" অতঃপর "বং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা (পৃঃ ১৩) ও পরমীকরণ মুদ্রা (পৃঃ ৩৪) প্রদর্শন পূর্বক করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—

"ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবার সমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব।। ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি সর্বকল্যাণকারিণী। মৎ পূজন সুসিদ্ধ্যর্থং সান্নিধ্যমিহকল্পয়ঃ।। ওঁ মাং সায়ুধ বাহনানন্তাদ্যষ্টনাগসহিতে ভগবতি মনসাদেবি স্থিরাভব।"

অতঃপর পুনর্বার—"ওঁ মাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, মীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, মূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, মৈং অনামিকাভ্যাং হুং, মৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। মঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।" "মাং হৃদয়ায় নমঃ, মীং শিরসে স্বাহা, মূং শিখায়ৈ বষ্ট, মৈং কবচায় হুং, মৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, মঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।।"

উক্তরূপে করাঙ্গন্যাস ক্রমে প্রতিমাতে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া ধেনুমুদ্রা (পৃঃ ১৩) যোনিমুদ্রা (পৃঃ ১৩) প্রদর্শন করতঃ চক্ষুর্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।

চক্ষুর্দান—বিল্বপত্রে ঘৃতদ্বারা কজ্জ্বল প্রস্তুত করিয়া প্রতিমার সম্মুখে বস্ত্রাচ্ছাদিত করতঃ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা মন্ত্র পাঠ পূর্বক চক্ষুর্দান করিবেন। যথা—উর্দ্ধনেত্রে "ওঁ কয়া ন শ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধ সখা কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা।।" বামনেত্রে—"ওঁ আপ্যায়স্য সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যম্। ভবাবাজস্য সঙ্গথে।।" দক্ষিণনেত্রে—"ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নে আ প্রা দ্বাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।।"

পরে দেবীবাহন হংসের চক্ষুর্দান করিবেন। প্রথমে দক্ষিণনেত্রে—"ওঁ চিত্রং দেবানামুদ-গাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নে আ প্রা দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।" বামনেত্রে—"ওঁ আপ্যায়স্য সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যম্। ভবাবাজস্য সঙ্গথে।।" অনন্তর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—কুশ পুষ্পাদি গ্রহণ করতঃ দেবীপ্রতিমার মস্তকে মূলমন্ত্র (মাং) একশত আটবার জপ করিবেন। অতঃপর অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা প্রতিমার হৃদয়ে হস্ত স্পর্শ পূর্বক—"ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহ সন্নিহিতা ভব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" মন্ত্র পাঠান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। যথা—

"ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীশ্রীমনসাদেব্যাঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীশ্রীমনসাদেব্যাঃ জীব ইহস্থিত। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীশ্রীমনসাদেব্যাঃ সর্বেন্দ্রিয়ানি ইহ স্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীশ্রীমনসাদেব্যাঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুস্তক্‌শোত্র-ঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।।" অতঃপর লেলিহান মুদ্রায় প্রতিমার হৃদয় স্পর্শ করতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

লেলিহানমুদ্রা

"ওঁ মনোজ্যোতিজুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু, বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তামোম্ প্রতিষ্ঠ। ওঁ অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণা ক্ষরন্তু চ, অস্যৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা।। ওঁ হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিসদতিথির্দুরোণসৎ নৃষদ্বরসদৃত সদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা ঋতং বৃহৎ। ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুং স্তবতে বীর্যেন মৃগ ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। অস্যোরুষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপানি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে। ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিববন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ স্বাহা।।"

অতঃপর দেবীবাহন হংসের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। যথা—"ওঁ আং হ্রীং....' ইত্যাদি হংসঃ

প্রাণা ইহপ্রাণাঃ।" "ওঁ আহ্রীমিত্যাদি—হংসঃ জীব ইহস্থিত।" "ওঁ আং হ্রীমিত্যাদি হংসঃ সর্বেন্দ্রিয়ানি ইহস্থিতানি।" ওঁ আং হ্রীমিত্যাদি হংসঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুস্তক্‌শোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। অতঃপর একবার গায়ত্রী পাঠ্য।" অনন্তর গণেশাদির পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

গণেশাদির পূজাঃ—গণেশের ধ্যান—"ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্, প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধ মধুপ ব্যালোল গন্ডস্থলম্। দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুর-শোভাকরং, বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্।। ধ্যানান্তে "এষ গন্ধঃ ওঁ গং গণেশায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ গং গণেশায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ গং গণেশায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ গং গণেশায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ গং গণেশায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদর গজানন। বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্।।" অতঃপর সূর্য্যের পূজা করিবেন।

সূর্য্যের ধ্যান—"ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈক সিন্ধুং, ভানুং সমস্ত জগতা মধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিং মরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্।।" ধ্যানান্তে এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, প্রণাম মন্ত্রে প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ।।" অতঃপর বিষ্ণুর পূজা করিবেন।

ধ্যান—"ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী, নারায়ণ সরসিজাসনসন্নিবিষ্ট কেয়ূরবান্। কনককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী, হিরন্ময় বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ ।।" ধ্যানান্তে "এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—"ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ।।" অতঃপর শিবের পূজা করিবেন।

ধ্যান—"ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারু চন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্। পদ্মসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।" ধ্যানান্তে "এষ গন্ধঃ ওঁ নমঃ শিবায়।" ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—"ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বরঃ ।।" অতঃপর দুর্গার পূজা করিবেন।

ধ্যান—"ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিমর্দ্ধেন্দুরেখাং, শঙ্খং চক্রং কৃপাণং স্ত্রিশিখমপিকরৈ রুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্। সিংহস্কন্ধাধিরূঢাং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং,

ধ্যায়েৎ দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ।।" এইরূপে ধ্যানান্তে "এষ গন্ধঃ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—"ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।"

অতঃপর গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ।" "ওঁ কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ।" "ওঁ মৎস্যাদিদশাবতারেভ্যো নমঃ।" "ওঁ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" "ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" "ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ।" ওঁ কুলদেবতাভ্যো নমঃ।" "ওঁ ইষ্টদেবদেবীভ্যো নমঃ।" "ওঁ প্রত্যক্ষ দেবদেবীভ্যো নমঃ।"

এইরূপে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া প্রধান পূজা করিবেন।

প্রধান পূজা—কূর্মমুদ্রাযোগে (পৃঃ ২৯) রক্তচন্দন, বিল্বপত্র এবং জবাদি রক্তপুষ্প লইয়া দেবীর ধ্যান করিবেন, যথা—"ওঁ দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাম্। হংসারূঢ়ামুদারামরুণিতবসনাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ।। স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কণকমণি-গণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈঃ। বন্দেঽহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্।।"

ধ্যানান্তে উক্ত পুষ্প-বিল্বপত্রাদি ঘটে সমর্পণ করতঃ উপচারাদির ক্রম অনুসারে সমস্ত

দ্রব্য অর্চনা করিয়া দেবীকে নিবেদন করিবেন। যথা—

১। যথাবিহিত পাত্রে রজতাসন রাখিয়া—"বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদক দ্বারা অভ্যুক্ষণ করতঃ "এতে গন্ধপুষ্পে রজতাসনায় নমঃ।" মন্ত্রে পুষ্প দিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে পুষ্পটি শালগ্রাম শিলায় অথবা তাম্রটাটে নারায়ণের উদ্দেশ্যে দিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানৈ্য ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেবৈ্য নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া, নিবেদন মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ সর্বভূতান্তরস্থায়ৈ সর্বভূতান্তরাত্মনে। কল্পয়ামুপবেশার্থং আসনং তে নমো নমঃ।" মন্ত্রে ঘন্টাবাদ্য সহকারে দেবীকে নিবেদন করিবেন। এইরূপে অন্যান্য উপচার সমস্তই উপরোক্ত ভাবে কুশোদক দ্বারা অভ্যুক্ষণ ও পূজাদি করিয়া, যথাক্রমে নিম্নলিখিত মন্ত্রে দেবীকে দান করিবেন।

২। স্বাগতম্—"ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা মাতঃ, স্বাগতম্ সুস্বাগতম্ কুশলং তে। ওঁ দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধর্থ্যং যস্যা বাঞ্ছন্তি দর্শনম্। সুস্বাগতং স্বাগতং মে তস্যৈ তে পরমাত্মনে।। অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলাং ক্রিয়াঃ। স্বাগতং যৎ ত্বয়া যন্মে তপসাং ফলমাগতম্।।"

৩। পাদ্যম্—"ওঁ যৎ পাদজলসংস্পর্শাৎ শুদ্ধিমপি জগত্রয়ম্। তৎপাদাব্জপ্রোক্ষণার্থং পাদ্যং তে কল্পয়াম্যহম্।। এতৎ পাদ্যং ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেবৈ্য নমঃ।"

৪। অর্ঘ্যম্—"ওঁ পরমানন্দসন্দোহো জায়তে যৎপ্রসাদতঃ। তস্যৈ সর্বাত্মভূতায়ৈ আনন্দার্ঘ্যং সমর্পয়ে।। ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ—এষোঽর্ঘ্য) ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ স্বাহা।।"

৫। আচমনীয়ম্—"ওঁ যদুচ্ছিষ্টমপি স্পৃষ্টং শুদ্ধিমেত্যখিলং জগৎ। তস্যৈ মুখারবিন্দায় আচামং কল্পয়ামি তে।। ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ স্বধা।"

৬। মধুপর্ক—"তাপত্রয়বিনাশার্থমখণ্ডানন্দহেতবে। মধুপর্কং দদামদ্য প্রসীদ পরমেশ্বরি।। এষ মধুপর্ক ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ স্বধা।।"

৭। পুনরাচমনীয়ম্—"ওঁ অশুচিঃ শুচিতামেতিযৎস্পৃষ্টস্পর্শমাত্রতঃ। তস্মিংস্তে বদনাম্ভোজে পুনরাচমনীয়কম্।। ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ স্বধা।।"

৮। স্নানীয়—"ওঁ ত্রৈলোক্য পূজিতাং দেবীং নাগাভরণভূষিতাম্। স্নাপয়ামি মহাভাগাং পুত্রায়ুর্ধনবৃদ্ধয়ে।। ওঁ গন্ধচন্দনমিশ্রেণ তোয়েন নাগমাতরম্। স্নাপয়ামি মহাভাগাং সর্বসম্পত্তি-হেতবে।। ইদং স্নানীয়ম্ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ নিবেদয়ামি।।"

৯। বস্ত্র—"ওঁ সর্বাভরণহীনায়ৈ মায়াপ্রচ্ছন্নতেজসে। বসনং পরিধানায় কল্পয়ামি নমোঽস্তুতে।। ইদং বস্ত্রম্ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসাদেব্যৈ নিবেদয়ামি।।"

১০। আভরণ—"ওঁ বিশ্বাভরণভূতায়ৈ বিশ্বশোভৈকযোনয়ে। মায়া বিগ্রহভূষার্থং ভূষণানি সমর্পয়ে।। ইদমাভরণম্ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসাদেব্যৈ নিবেদয়ামি।।"

১১। সিন্দুর—"ওঁ শিরোভূষণ সিন্দুরং ভর্তুরায়ুবিবর্দ্ধনম্। সর্বরত্নাধিকং দিব্যং সিন্দুরং প্রতিগৃহ্যতাম্।। এতৎ সিন্দুরম্ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসাদেব্যৈ নমঃ।।"

১২। গন্ধ—"ওঁ গন্ধতন্মাত্রয়া সৃষ্ট্যা ময়া গন্ধধরা ধরা। তস্যৈ পরাত্মনে তুভ্যং পরমং গন্ধমর্পয়ে।। এষ গন্ধঃ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ নমঃ।।"

১৩। পুষ্প—"ওঁ পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধি দেবনির্মিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্।। এতৎ সচন্দনগন্ধপুষ্পং ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ বৌষট্।।"

১৪। বিল্বপত্র—"এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রম্ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ নমঃ।"

১৫। মাল্য—"ওঁ সূত্রেণ গ্রথিতং মাল্যং নানাপুষ্পসমন্বিতম্। শ্রীযুক্তং লম্বমানঞ্চ গৃহাণ পরমেশ্বরি।। এতৎ মাল্যম্ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ নমঃ।।"

১৬। ধূপ—"ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয় সর্বদেবানাং ধূপো ঘ্রাণায় তেঽর্পতে।। এষ ধূপঃ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ নিবেদয়ামি।।"

১৭। দীপ—"ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরঃ জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।। এষ দীপঃ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ নমঃ।।"

১৮। নৈবেদ্য—"ওঁ নৈবেদ্যং স্বাদুসংযুক্তং নানাভক্ষ্য সমন্বিতম্। নিবেদয়ামি ভক্ত্যেদং জুষস্ব পরমেশ্বরি।। ইদং নৈবেদ্যম্ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ নিবেদয়ামি।।"

১৯। পানীয়—"ওঁ পানার্থং সলিলং দেবি কর্পূরাদিসুবাসিতম্। সর্বতৃপ্তিকরং স্বচ্ছমর্পয়ামি নমোঽস্তুতে।। ইদং পানার্থোদক্ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ নমঃ।।"

২০। পুনরাচমনীয়ম্—"ওঁ অশুচিঃ শুচিতামেতি যৎস্পৃষ্টস্পর্শমাত্রতঃ। তস্মিংস্তে বদনাম্ভোজে পুনরাচমনীয়কম্।। ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ নমঃ।।"

২১। মোদক (মুড়কী)—"ওঁ মোদকং স্বাদুসংযুক্তং শর্করাদিবিনির্মিতং। সুরসং মধ্রং ভোজ্যং দেবি ত্বং প্রতিগৃহ্যতাম্।। ইদং মোদকম্ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ নমঃ।।"

২২। তাম্বুল—"ওঁ পুগকর্পূর খদিরলবঙ্গৈলাদিসংযুতম্। তাম্বুলং মুখরাগায় কল্পয়ামি নমোঽস্তুতে।। ইদং তাম্বুলুং ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ নমঃ।।"

অতঃপর সবস্ত্র তৈজাসাধার ভোজ্যাদি নিবেদন করিবেন। যথা—"বং এতস্মৈ সবস্ত্র-তৈজসাধারভোজ্যায় নমঃ" মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্বক তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ সবস্ত্রতৈজসাধার ভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্রে ভোজ্যে গন্ধপুষ্প দিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নারায়ণে বা নারায়ণোদ্দেশে তাম্রটাটে পুষ্প দিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদান্যৈ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসাদেব্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে উৎসর্গ করিবেন। অতঃপর "এষ সচন্দনগন্ধপুষ্প বিল্বপত্রাঞ্জলি ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—

"ওঁ অযোনিসম্ভবে মাতর্মহেশ্বরসুতে শুভে।
পদ্মালয়ে নমস্তুভ্যং রক্ষ মাং বৃজিনার্ণবাৎ।।
ওঁ আস্তীকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসা দেবি নমোঽস্তুতে।।"

এইরূপে প্রণামান্তে অষ্টনাগের পূজা করিবেন।

অষ্টনাগ পূজা— অনন্ত বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খোহ্যষ্টনাগাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।

অর্থাৎ অনন্ত নাগ, বাসুকি নাগ, পদ্মনাগ, মহাপদ্মনাগ, তক্ষকনাগ, কুলীর নাগ, কর্কট নাগ, শঙ্খনাগ। এইগুলি অষ্টনাগ। ইহাদের আবাহন পূর্বক পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন। অশক্ত পক্ষে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। যথা—"ওঁ অনন্তনাগ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" এইরূপে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন পূর্বক—"এতৎ পাদ্যং ওঁ অনন্তায় নাগায় নমঃ" ইদমর্ঘ্যং ওঁ অনন্তায় নাগায় নমঃ, ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ অনন্তায় নাগায় নমঃ, ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ অনন্তায় নাগায় নমঃ, ইদং স্নানীয়ম্ ওঁ অনন্তায় নাগায় নমঃ, এষ গন্ধঃ ওঁ অনন্তায় নাগায় নমঃ, এতৎ

পুষ্পম্ ওঁ অনন্তায় নাগায় নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ অনন্তায় নাগায় নমঃ, ইদং পানার্থোদকম্ ওঁ অনন্তায় নাগায় নমঃ।" এইরূপে পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ যোঽসাবনন্তরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্। পুষ্পবদ্ধারয়েন্মুর্দ্ধ্নি তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।।"

এইরূপে—"ওঁ বাসুকি নাগঃ ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক—"এতৎ পাদ্যং বাসুকায় নাগায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া "ওঁ বাসুকায় নাগায় নমঃ" এই মন্ত্রে প্রণাম করিবেন। অনন্তর—"ওঁ পদ্ম নাগঃ ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক, "এতৎ পাদ্যং ওঁ পদ্মনাগায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া, "ওঁ পদ্মনাগায় নমঃ" মন্ত্রে প্রণাম করিবেন। অতঃপর—"ওঁ মহাপদ্ম নাগঃ ইহাগচ্ছাগচ্ছ" মন্ত্রে আবাহন পূর্বক, "এতৎ পাদ্যং মহাপদ্ম নাগায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া "ওঁ মহাপদ্ম নাগায় নমঃ" মন্ত্রে প্রণাম করিবেন। অনন্তর—"ওঁ তক্ষক নাগঃ ইহাগচ্ছাগচ্ছ" মন্ত্রে আবাহন পূর্বক, "এতৎ পাদ্যং তক্ষক নাগায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া, "ওঁ তক্ষক নাগায় নমঃ" মন্ত্রে প্রণাম করিবেন। অতঃপর—"ওঁ কর্কট নাগঃ ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করতঃ, এতৎ পাদ্যং ওঁ কর্কট নাগায় নমঃ" মন্ত্রে প্রণাম করিবেন। অনন্তর—"ওঁ শঙ্খ নাগঃ ইহাগচ্ছাগচ্ছ" মন্ত্রে আবাহন পূর্বক—"এতৎ পাদ্যং শঙ্খনাগায় নমঃ।" মন্ত্রে পুজান্তে "ওঁ শঙ্খ নাগায় নমঃ" মন্ত্রে প্রণাম করিবেন।

অতঃপর—"ওঁ জরৎকারু মুনেঃ ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক—"এতৎ

পাদ্যং ওঁ জরৎকারুমুনয়ে নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া—"ওঁ জরৎকারুমুনয়ে নমঃ।" মন্ত্রে প্রণাম করিবেন। অতঃপর—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হংসায় নমঃ" মন্ত্রে হংসের পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

অতঃপর যথাশক্তি মূলমন্ত্র (মাং) জপ করিয়া জপ বিসর্জন করিবেন। যথা—"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরী।।" এই মন্ত্রে দেবীর বামহস্ত উদ্দেশ্যে জপ সমর্পণ করিবেন। অতঃপর বলি প্রদান করিবেন।

বলি প্রকরণ

বলি অর্থাৎ উপহার। ছাগ, মেষ, মহিষ এবং মৃগ প্রভৃতি দেবীর সম্মুখে বলি প্রদান করা হয়। ইহার প্রত্যেকটির বিভিন্ন ফলের কথা বলা হইয়াছে। যথা—

ছাগে দত্তে ভবেদ্বাগ্মী মেষে দত্তে কবির্ভবেৎ।
মহিষে ধনবৃদ্ধিঃ স্যান্মৃগে মোক্ষফলং লভেৎ।। —মুণ্ডমালাতন্ত্রম্।

অর্থাৎ দেবতাকে ছাগপশু দান করিলে দাতা বাগ্মী হয়। মেষ দান করিলে কবি হয়। মহিষদানে ধনাদি বৃদ্ধি এবং মৃগদান করিলে মোক্ষলাভ হয়।

পশুর ছিন্ন মস্তক দেবীর কোন্‌দিকে দিতে হইবে, সে সম্পর্কে শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যথা—

১। "ছাগস্তু বামতো দদ্যাৎ মহিষস্তু ভবেৎ পুরঃ।
দক্ষিণে বামতো দদ্যাদগ্রতো দেহশোণিতং।।"—কলিকাপুরাণম্।

অর্থাৎ—বামদিকে ছাগ ও সম্মুখে মহিষ প্রদান করিবেন। দক্ষিণ, বাম বা অগ্রে দেহশোণিত দান করিতে হয়। সুবর্ণপাত্র, তাম্রপাত্র অথবা কাংস্যপাত্রে রুধির স্থাপন করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক দেবতাকে দান করিবেন। অভাবে মৃৎপাত্রে দিবেন।

কিরূপ বলি প্রদান করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রের নির্দেশ হইল—

২। "যুবানং ব্যাধিহীনঞ্চ সুশ্রীকং লক্ষণান্বিতং।
সর্বায়ব সম্পন্নং বলিং দদ্যাৎ সুশোভনং।
তরুণং সুন্দরং কৃষ্ণং ক্ষতাদিদোষ বর্জিতঃ।।"

অর্থাৎ—যুবা, ব্যাধিহীন, সুশ্রী, সুলক্ষণান্বিত সর্ব অবয়ব সম্পন্ন, সুশোভন ও কৃষ্ণবর্ণ, ক্ষতাদিদোষরহিত বলি প্রদান করিবেন।

"ছেত্তাপূর্বমুখো ভূত্বাবলিমুত্তরবক্তৃতঃ।"

অর্থাৎ—ছেত্তা পূর্বমুখ হইয়া বলি উত্তরমুখে রাখিয়া ছেদন করিবেন।

বলিদানের পর শুভাশুভ লক্ষণ বলা হইয়াছে যে—যদি ছিন্ন পশুর মুখ হইতে দন্তঘর্ষণ জনিত "কটকট" শব্দ হয়, তবে কর্তার মৃত্যু। চক্ষু হইতে যদি জল পড়ে তবে কর্তার হানি হইয়া থাকে। ছিন্ন শির যদি পূর্বোত্তরভাগে পতিত হয়, তবে সর্বসম্পৎ লাভ হয়, এবং ঈশাণ ও অগ্নিকোণের মধ্যে পতিত হইলে—সর্বসিদ্ধি লাভ এবং বায়ু বা নৈঋত কোণে পতিত হইলে কর্তার হানি হইয়া থাকে।

ছাগবলি—সুলক্ষণ ছাগপশুকে স্নান করাইয়া সিন্দুরাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া নিজ বামে পূর্বাস্যে স্থাপন করতঃ (মাং) মূলমন্ত্র পাঠ পূর্বক পশুকে অবলোকন করিবেন। অতঃপর শ্বেতসর্ষপ লইয়া "ফট্" মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া "ওঁ অপসর্পন্তুতে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতা। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া।। ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ" মন্ত্রে চতুর্দিকে বিকীরণ করতঃ ভূতাপসারণ পূর্বক পশুকে জলদ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন। অতঃপর "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা ও ধেনুমুদ্রা (পৃঃ ১৪ এবং ১৩) প্রদর্শন করাইয়া সাতবার পশুকে প্রোক্ষণ পূর্বক,—"এষ গন্ধঃ ওঁ ছাগপশবে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ ছাগপশবে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ ছাগপশবে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ ছাগপশবে নমঃ, এতন্নৈবেদ্যং ওঁ ছাগপশবে নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক পশুর কর্ণে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্মণে ধীমহি তন্নোজীবঃ

প্রচোদয়াৎ।" অতঃপর—"ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশ সূর্য্যকোটি সমপ্রভ। সিন্দুর কজ্জলাদিনী গৃহ্ন গৃহ্ন যথাসুখম্ ।।" এই মন্ত্রে পশুর শৃঙ্গে ও ললাটে সিন্দুর দিবেন।

অতঃপর পশুর অঙ্গপূজা করিবেন। যথা—(মস্তকে)—"ওঁ ক্ষ্রৌং অসিতাঙ্গ ভৈরবায় নমঃ।" (কপালে)—"ওঁ রুরুভৈরবায় নমঃ।" (মুখে)—"ওঁ চণ্ডভৈরবায় নমঃ।" (পৃষ্ঠে)—"ওঁ ক্রোধভৈরবায় নমঃ।" (জঙ্ঘাচতুষ্টয়ে)—"ওঁ উন্মত্তভৈরবায় নমঃ।" (পুচ্ছে)—"ওঁ কপালি-ভৈরবায় নমঃ।" (উদরে)—"ওঁ ভীষণ ভৈরবায় নমঃ।" (গলদেশে)—"ওঁ সংহারভৈরবায় নমঃ ।।" "বং এতস্মৈ ছাগপশবে নমঃ" মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করতঃ "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ছাগপশবে নমঃ" "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বহ্নয়ে নমঃ" এতৎ সম্প্রদান্যৈ ওঁ মনসাদেব্যৈ নমঃ।" অনন্তর উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (যজমান স্থলে—অমুক দেবশর্মাঃ বা দাসঃ) উরগাদি ভয়োপশমনকামঃ ইদং ছাগপশুং বহ্নিদৈবতং মর্চিতং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)। এই মন্ত্রে উৎসর্গ করতঃ খড়্গপূজা করিবেন।

খড়্গপূজা—তীক্ষ্ণধার খড়্গের মূল, মধ্য ও অগ্রভাগে "ঐং, হ্রীং, শ্রীং" এই বীজত্রয় লিখিয়া—"ওঁ হ্রীং কালি কালি বজ্রেশ্বরি লৌহদণ্ডায় খড়গায় নমঃ।" মন্ত্রে খড়্গের পূজা পূর্বক

নিম্নলিখিত মন্ত্রে যথাক্রমে খড়্গের অগ্র, মধ্য ও মূলে পূজা করিবেন। যথা—(অগ্রে)—"এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ হূং বাগীশ্বরী ব্রহ্মাভ্যাং নমঃ।" (মধ্যে)—"ওঁ হূং লক্ষ্মী-নারায়ণাভ্যাং নমঃ।" (মূলে)—"ওঁ হূং উমা-মহেশ্বরাভ্যাং নমঃ।" তৎপরে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবশক্তি যুক্তায় খড়্গায় নমঃ।' বলিয়া পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ খড়্গায় খরশানায় শক্তিকার্য্যার্থ তৎপর। পশুশ্ছেদ্যস্ত্বয়া শীঘ্রং খড়্গনাথ নমোঽস্তুতে।।" অতঃপর খড়্গে পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ অসির্বিশসনঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণ ধারো দুরাসদঃ। শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপাল নমোঽস্তুতে।।" পুষ্পাঞ্জলি দান পূর্বক করযোড়ে দেবীকে বলি সমর্পণ করিবেন। অনন্তর স্তম্ভ পূজা করিবেন।

খড়্গমুদ্রা

মুণ্ডমুদ্রা

স্তম্ভপূজা—স্তম্ভে সিন্দুরাদি দিয়া—"শ্রীশ্রীমনসাদেবতা স্তম্ভায় নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধ-পুষ্প-দুর্বাক্ষতাদির দ্বারা স্তম্ভের পূজা করিবেন। অতঃপর ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা (পৃঃ ১৩), খড়্গমুদ্রা ও মুণ্ডমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

পরে নিজে বলি করিতে অশক্ত হইলে, সতর্কতা পূর্বক অপরের দ্বারা এক আঘাতে বলি ছেদন করাইবেন। বলি ছেদন হইবার পর পাত্রে কদলী, মধু, ঘৃত, গন্ধপুষ্প এবং সৈন্ধব

লবণসহ সমাংস রুধির কদলী পত্রের উপর স্থাপন করিবেন। এবং ছিন্ন ছাগমুণ্ড উত্তরাস্যে বা দেবতার দিকে মুখ করিয়া স্থাপন করিয়া ছাগপশুর শীর্ষে দীপ জ্বালিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ আহারে রুধিরাকাঙ্খি বলিং গৃহ্ণ জয়ং কুরু। মম শত্রু বিনাশায় বলিং গৃহ্ণ সুরেশ্বরী ।। এষ সপ্রদীপছাগশীর্ষবলিঃ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ নমঃ।" অতঃপর রুধির দ্বিভাগ করিয়া একভাগ—"এষ সমাংসরুধিরবলিঃ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসাদেব্যৈ নমঃ ।।"

অতঃপর একভাগ রুধিরকে চারিভাগ করিয়া ১ম ভাগ —"এষ রুধির বলিঃ ওঁ হূং বাং বটুকায় নমঃ ।।" মন্ত্রে বটুককে দিবেন। এইক্রমে—২য় ভাগ—"এষ রুধিরবলিঃ ওঁ হূং যাং যোগিনীভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে যোগিনীগণকে দিবেন। ৩য় ভাগ—"এষ রুধিরবলিঃ ওঁ হূং ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ।" মন্ত্রে ক্ষেত্রপালকে এবং ৪র্থ ভাগ—"এষ রুধিরবলিঃ ওঁ হূং গাং গণপতয়ে নমঃ।" মন্ত্রে গণপতিকে নিবেদন করিবেন।

মেষোৎসর্গ—সমস্তই ছাগবলির মতো হইবে। "বং এতস্মৈ মেষবলয়ে নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবেন। "এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ মেষবলয়ে নমঃ।" "এতদধিপতয়ে বরুণায় নমঃ।" সম্প্রদান্যৈ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসাদেব্যৈ নমঃ।" উৎসর্গ বাক্যে বিশেষ হইল। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) উরগাদিভয়োপশ-

মনকাম ইমং মেষপশুং বরুণদৈবতং মর্চিতং শ্রীশ্রীমনসাদেব্যৈ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)" হইবে। খড়্গপূজা ও স্তম্ভপূজা একই প্রকার। ছিন্ন মেষপশুর শীর্ষে দীপ জ্বালিয়া—"এষ সপ্রদীপমেষশীর্ষবলিঃ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসাদেব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে দিবেন। অন্যান্য সমস্ত ছাগবলির ন্যায় একই প্রকার।

কুষ্মাণ্ডাদি বলি—কুষ্মাণ্ডাদি ধৌত করতঃ উহাতে সিন্দুর দিয়া "বং এতস্মৈ কুষ্মাণ্ডবলয়ে (কদলী হইলে—কদলী বলয়ে, ইক্ষু (আখ) হইলে ইক্ষুবলয়ে, আদা হইলে—আদ্রক বলয়ে, সুপারী হইলে—গুবাক বলয়ে) নমঃ মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করতঃ, এতে গন্ধপুষ্পে কুষ্মাণ্ড (যে ফল তাহার নাম) বলয়ে নমঃ" এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ। এতৎ সম্প্রদান্যৈ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ নমঃ।" অতঃপর উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমূকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) উরগাদি ভয়োপশমনকামঃ ইমং কুষ্মাণ্ডবলিং (কদলী বলিং, ইক্ষুদণ্ড বলিং, ইমাদ্রক বলিং, গুবাক বলিং বা) বনস্পতিদৈবতং মর্চিতং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি) "এই মন্ত্র পাঠান্তে বলিশীর্ষে কুশোদক দিবেন। (ফলের বৃন্তের দিকটিই হইল শির)। অতঃপর খড়্গ ও স্তম্ভপূজা ছাগ বলিবৎ করিবেন। অতঃপর এক আঘাতে ছেদন করিবেন।

বলিবিঘ্ন শান্তি—এক আঘাতে বলিদান করিতে হয়। তাহা না হইলে বহুবিধ দোষের কারণ হইয়া থাকে। সে কারণ এক আঘাতে বলিচ্ছেদ না হইলে সেইরূপ সমাংসরুধির দেবতাকে নিবেদন করিতে নাই। দোষশান্তির জন্য বিঘ্নবলির মাংস দ্বারা সহস্রহোম, একমাষা পরিমাণ স্বর্ণদান এবং পূজিত দেবতার বীজ ও দুর্গাবীজ সহস্র জপ করিতে হয়। পরন্তু কলিযুগে চারিগুণ। পরে পুনর্বার অন্য বলি দিয়া তাহার সমাংস রুধির দেবতাকে নিবেদন করিতে হয়।

তান্ত্রিক হোম

হোতা পূর্বাস্যে উপবেশন পূর্বক কেশ-কীট-তুষ-অঙ্গারাদি রহিত বালুকা দ্বারা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে একহস্ত পরিমাণ সমচতুষ্কোণ স্থণ্ডিল (বেদী) নির্মাণ পূর্বক উক্ত স্থণ্ডিলে প্রথমে একটি অধোমুখ ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করিয়া তন্মধ্যে একটি বিন্দু অঙ্কন করিবেন। অতঃপর নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডলের উপর একটি ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণমণ্ডল করিবেন। এইরূপে ষট্‌কোণ মণ্ডল হইবে। তাহার বাহিরে একটি বৃত্ত ও তদুপরি অষ্টদল অঙ্কন করিয়া, তাহার বাহিরে অর্থাৎ স্থণ্ডিলের প্রান্ত দিকচতুষ্টয়ে দুই দুই রেখা দ্বারা ভূপুর অঙ্কন করিয়া পূর্বাগ্রে তিনটি রেখা অঙ্কিত করিবেন।

অতঃপর মূলমন্ত্র (মাং) উচ্চারণ করিয়া স্থণ্ডিল অবলোকন করতঃ "ফট্" মন্ত্রে কুশাগ্র দ্বারা স্থণ্ডিল স্পর্শ করতঃ পুনরায় "ফট্" মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা স্থণ্ডিল অভ্যুক্ষণ করিবেন। অতঃপর পূজা করিবেন। যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীশ্রীমনসাদেবতা স্থণ্ডিলায় নমঃ" (পূর্বভাগে)—"ওঁ মুকুন্দায় নমঃ" "ওঁ ঈশাণায় নমঃ" "ওঁ পুরন্দরায় নমঃ" (উত্তরভাগে)—"ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" "ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ" "ওঁ ইন্দবে নমঃ" মন্ত্রে পূজা পূর্বক—"এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া "ওঁ" মন্ত্রে জলদ্বারা স্থণ্ডিল অভ্যুক্ষণ করতঃ বহ্নির যোগপীঠের অর্চনা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্ত্যাদি পীঠদেবতাভ্যো নমঃ" এইক্রমে—"ওঁ শ্বেতায়ৈ নমঃ" "ওঁ পীতায়ৈ নমঃ" "ওঁ অরুণায়ৈ নমঃ" "ওঁ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ" ওঁ ধুম্রায়ৈ নমঃ" "ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ" "ওঁ স্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ" "ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ" "ওঁ বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ" এইরূপে পূজা করিয়া—পুনর্বার স্থণ্ডিলের পূর্বভাগে—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বামায়ৈ নমঃ" "ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ" "ওঁ রৌদ্র্যৈ নমঃ" "ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ" "ওঁ বহ্ন্যাসনায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবেন। অনন্তর কূর্মমুদ্রা যোগে (পৃঃ ২৯) পুষ্পাদি লইয়া ধ্যান পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাম্। বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাব-সমন্বিতাম্॥" এইরূপ ধ্যানান্তে—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাগীশ্বরসহিতবাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ॥" মন্ত্রে পুষ্পাদির দ্বারা পূজা

করিয়া—মুলমন্ত্র (মাং) উচ্চারণ করতঃ "বৌষট্" মন্ত্রে দীপস্থ অগ্নিকে অবলোকন করতঃ নতুন সরাতে অথবা কাংস্যপাত্রে বা তাম্রাদি পাত্রে "ফট্" মন্ত্রে অগ্নি গ্রহণ করিয়া মূলমন্ত্র (মাং) উচ্চারণ করিয়া "ওঁ হূং ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা।" মন্ত্রে অগ্নির কিয়ংদশ নৈর্ঋতকোণে পরিত্যাগ করিয়া "রং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা (পৃঃ ১৩) প্রদর্শন পূর্বক জানুদ্বয় পাতিত করিয়া দুই হস্তদ্বারা অগ্নি গ্রহণ করতঃ স্থণ্ডিলের উপর তিনবার ঘুরাইয়া অগ্নিকে শিববীজ এবং স্থণ্ডিলকে দেবী যোনি চিন্তা করতঃ আত্মাভিমুখে স্থণ্ডিল মধ্যে স্থাপন করিবেন। অতঃপর পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং বহ্নিমূর্তয়ে নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ" মন্ত্রে পূজান্তে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বান্ জ্ঞাপয় স্বাহা।" অনন্তর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—

"ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদ হুতাশনম্। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্।।" এইরূপে অগ্নির বন্দনাপূর্বক নামকরণ ও আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ অগ্নে ত্বং শ্রীশ্রীমনসাদেবতানামাসি।" ওঁ শ্রীশ্রীমনসাদেবতা নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ, ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" এইরূপে আবাহন পূর্বক—"ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় সাধয় স্বাহা।।" "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীশ্রীমনসাদেবতা নামাগ্নয়ে নমঃ।" "এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীশ্রীমনসাদেবতা নামাগ্নয়ে নমঃ।"

“এতৎ পুষ্পম্ ওঁ শ্রীশ্রীমনসাদেবতা নামাগ্নয়ে নমঃ।” “এষ ধূপঃ শ্রীশ্রীমনসাদেবতা নামাগ্নয়ে নমঃ।” “এষ দীপঃ ওঁ শ্রীশ্রীমনসাদেবতা নামাগ্নয়ে নমঃ।” “এতৎ হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ শ্রীশ্রীমনসাদেবতা নামাগ্নয়ে স্বাহা।।” অতঃপর “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অগ্নের্হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ।” এইক্রমে—“ওঁ সহস্রার্চ্চিসে হৃদয়ায় নমঃ” “ওঁ অগ্নিষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ” “ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ।” “ওঁ অগ্নেরষ্টমূর্তিভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করিবেন। অতঃপর স্রুব (কুশী) অধোমুখে তিনবার অগ্নিতে স্পর্শ করাইয়া তাহার অগ্র, মধ্য ও মূলদেশ তিনবার যথাক্রমে কুশদ্বারা মার্জন করিবেন। এইভাবে আজ্যস্থালী (ঘৃতপাত্র) সংস্কার করিবেন। অতঃপর সাগ্রকুশদ্বয় দ্বারা নির্মিত পবিত্র ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ করতঃ বামে ইড়া দক্ষিণে পিঙ্গলা এবং সুষুম্না নাড়ীকে চিন্তা পূর্বক ঘৃত লইয়া—“ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।” “ওঁ সোমায় স্বাহা।” “ওঁ অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহা” মন্ত্রে তিনটি ঘৃতাহুতি দান করিয়া পুনর্বার—“ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা” মন্ত্রে দুইবার ঘৃতাহুতি দান করিবেন। তৎপরে মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। যথা—“ওঁ ভূঃ স্বাহা” “ওঁ ভুবঃ স্বাহা।” “ওঁ স্বঃ স্বাহা।” “ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা।।” “ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় সাধয় স্বাহা।” “এইমন্ত্র তিনবার পাঠান্তে তিনবার ঘৃতাহুতি দিবেন। তৎপরে—“ওঁ অগ্নের্গর্ভধানাদিসংস্কারং সম্পাদয়ামি স্বাহা।” মন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে পীঠাদি সহিত ওঁ শ্রীশ্রীমনসা দেবতায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে পূজা পূর্বক

মূলমন্ত্র (ওঁ মাং স্বাহা) মন্ত্রে পঞ্চবিংশতিবার ঘৃতাহুতি দিবেন। তৎপরে অগ্নি ও দেবতার একত্ব চিন্তা করিয়া পুনর্বার মূলমন্ত্রে (ওঁ মাং স্বাহা) একাদশবার ঘৃতাহুতি দিবেন। অতঃপর প্রকৃত কর্ম করিবেন।

প্রকৃতকর্ম—প্রথমে সঙ্কল্প করিবেন যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা মৎসঙ্কল্পিতসায়ুধবাহনানন্তাদ্যষ্টনাগ সহিত শ্রীশ্রীমনসাদেবী পূজাকর্মাঙ্গীভূত হোমকর্মণি ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসাদেব্যৈ স্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পঠিতেন ইয়ৎসংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ্য) সাজ্যবিল্বপত্রৈ সায়ুধবাহন পরিবারানন্তাদ্যষ্টনাগ সহিত শ্রীশ্রীমনসাদেবী প্রীতয়ে হোমমহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি।)

অতঃপর সঙ্কল্প অনুযায়ী বিল্বপত্র লইয়া "ওঁ এতাভ্যঃ এতৎ সংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ্য) সাজ্য বিল্বপত্রেভ্যো নমঃ, (তিনবার অভ্যুক্ষণ করিয়া) "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবায় নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনা ও শোধন করতঃ "এতৎ সম্প্রদান্যৈ ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া যথাযথ মন্ত্রে এক একটি সাজ্যবিল্বপত্র আহুতি দিবেন এবং পাত্রান্তরে হুতশেষ রাখিবেন। যথা—"ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ স্বাহা।" এইরূপে প্রধান দেবতার হোম করিয়া ২৮টি যজ্ঞডুম্বুর সমিধ দ্বারা—"ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব

চক্ষুরাততম্ স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে।" এইরূপে বিষ্ণুর হোম করিয়া, "ওঁ গাং গণেশায় স্বাহা।" "ওঁ শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা।" ওঁ শিবায় স্বাহা।" "ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা।" মন্ত্রে গণেশাদি পঞ্চদেবতার, এবং গ্রাম্যদেবদেবীভ্যঃ স্বাহা।" মন্ত্রে গ্রাম্য দেব-দেবীগণের, "ওঁ বাস্তুপুরুষায় স্বাহা" মন্ত্রে বাস্তুপুরুষের, ইষ্টদেবতায় স্বাহা, ওঁ অনন্তায় স্বাহা, ওঁ বাসুকায় নাগায় স্বাহা। ওঁ পদ্মনাগায় স্বাহা। ওঁ মহাপদ্মনাগায় স্বাহা। ওঁ তক্ষক নাগায় স্বাহা। ওঁ কর্কট নাগায় সাহা। ওঁ কুলীর নাগায় স্বাহা। ওঁ শঙ্খ নাগায় স্বাহা। ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা। ওঁ চন্দ্রগ্রহায় স্বাহা। ওঁ মঙ্গলগ্রহায় স্বাহা। ওঁ বুধগ্রহায় স্বাহা। ওঁ বৃহস্পতিগ্রহায় স্বাহা। ওঁ শুক্রগ্রহায় স্বাহা। ওঁ শনৈশ্চরায় স্বাহা। ওঁ রাহবে স্বাহা। ওঁ কেতবে স্বাহা। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ওঁ যমায় স্বাহা। ওঁ বরুণায় স্বাহা। ওঁ বায়বে স্বাহা। ওঁ কুবেরায় স্বাহা। ওঁ নির্ঋতয়ে স্বাহা। ওঁ ঈশাণায় স্বাহা। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ওঁ অনন্তায় স্বাহা। ওঁ বটুকেভ্যঃ স্বাহা॥" অনন্তর পূর্ণাহুতি দিবেন।

পূর্ণাহুতি—হোতা পূর্ণভাবে প্রজ্বলিত অগ্নিতে তাম্বুল, বস্ত্রখণ্ড, ও কদলীসহ অগ্নিতে প্রচুর ঘৃত লইয়া যজমানসহ দণ্ডায়মান হইয়া মন্ত্র পাঠান্তে পূর্ণাহুতি দিবেন। মন্ত্র, যথা— "সায়ুধবাহন পরিবারানন্তাদ্যষ্টনাগ সহিত ওঁ মাং শ্রীশ্রীমনসাদেব্যৈ স্বাহা।"

অতঃপর স্থণ্ডিলের ঈশাণ কোণে "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ" মন্ত্র পাঠ পূর্বক কিঞ্চিৎ জল এবং "পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব" মন্ত্র পাঠ পূর্বক কিঞ্চিৎ দধি বা দুগ্ধ প্রক্ষেপ করিয়া অগ্নি বিসর্জন

করিবেন। অনন্তর স্থণ্ডিলের ঈশাণ কোণ হইতে কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া তিলক করিবেন। যথা—(ললাটে) "ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্।" (কণ্ঠে) "ওঁ জমদগ্নে ত্র্যায়ুষম্।" (বাহুমূলদ্বয়ে) "ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষম্।" (হৃদি) "ওঁ তন্মে অস্তু ত্র্যায়ুষম্।" মন্ত্র পাঠ পূর্বক যথাযথ অঙ্গে তিলক ধারণ করিয়া, প্রাণায়াম পূর্বক যথাসাধ্য মূলমন্ত্র (ওঁ মাং) জপ করিবেন ও জপ সমাপ্ত করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন। যথা—"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরী ।।" অনন্তর দক্ষিণান্ত কর্ম করিবেন।

দক্ষিণান্ত কর্ম—দক্ষিণাদ্রব্য একটি পাত্রে রাখিয়া অর্চনা করিবেন। যথা—"বং এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় (রজত খণ্ডায় বা) নমঃ।" তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদক দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবেন। একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় (রজত খণ্ডায় বা) নমঃ।" মন্ত্রে দক্ষিণাদ্রব্যে দিবেন। আর একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নারায়ণ শিলায় দিবেন। "এতৎ সম্প্রদান্যৈ সায়ুধবাহন পরিবারানন্তাদ্যষ্টনাগ সহিত শ্রীশ্রীমনসাদেব্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—কোশায় তিল, কুশ, হরিতকি দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া বামহস্তে দক্ষিণাদ্রব্য স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা মৎসঙ্কল্পিত সায়ুধবাহন পরিবারানন্তা-

দ্যষ্টনাগ সহিত শ্রীশ্রীমনসা দেবীপূজাতদ্ধোমকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যং (রজত খণ্ডং বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতং সায়ুধবাহন পরিবারানন্তাদ্যষ্টনাগ সহিত শ্রীশ্রীমনসাদেব্যৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে। (পরার্থে—দদানি)। মন্ত্রে দক্ষিণাদ্রব্য দেবীর উদ্দেশ্যে দিবেন। অতঃপর পূজক এবং তন্ত্রধারকের দক্ষিণান্ত করিবেন।

পূজকাদির দক্ষিণান্ত—দক্ষিণাদ্রব্য রাখিয়া—"বং এতস্মৈ কাঞ্চন মূল্যায় (রজত খণ্ডায় বা) নমঃ" মন্ত্রে তিনবার অভ্যুক্ষণ করিবেন। সচন্দন পুষ্প লইয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ। (রজত খণ্ডায় বা)" একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চন মূল্যায় (রজত খণ্ডায় বা) নমঃ "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে পুষ্পটি নারায়ণ শিলায় দিয়া, কোশায় তিল, হরিতকী, কুশ দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া, বামহস্তে দক্ষিণাদ্রব্য স্পর্শ করিয়া, উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) সঙ্কল্পিত সায়ুধবাহন পরিবারানন্তাদ্যষ্টনাগ সহিত শ্রীশ্রীমনসাদেবী পূজাতদ্ধোম কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং (রজত খণ্ডং বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে পূজক ব্রাহ্মণায় (তন্ত্রধারক ব্রাহ্মণায় বা) তুভ্যমহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)। অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—"কৃতৈতৎ সায়ুধবাহনপরিবারানন্তাদ্যষ্টনাগ সহিত শ্রীশ্রীমনসাদেবী পূজা কর্মাচ্ছিদ্রমস্তু ।।" অতঃপর বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

বৈগুণ্য সমাধান—এক গণ্ডুষ জল লইয়া—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) সঙ্কল্পিত সায়ুধবাহন পরিবারানন্তাদ্যষ্ট নাগসহিত শ্রীশ্রীমনসাদেবী পূজা কর্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোর্নাম. স্মরণ মহং করিষ্যে।"

অতঃপর দশবার শ্রীবিষ্ণুঃ স্মরণ করিবেন। অনন্তর দক্ষিণহস্তে এক গণ্ডুষ সামান্যার্ঘের জল গ্রহণ করিয়া আত্মসমর্পণ করিবেন। যথা—"ওঁ ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাসু কর্মণা মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎস্মৃতং যৎকৃতং যদুক্তং তৎসর্বং মাং মদীয়ঞ্চ সকলং সম্যক সমস্ত কর্মফলং সায়ুধবাহন পরিবারানন্তাদ্যষ্ট নাগসহিত শ্রীশ্রীমনসাদেবী চরণে সমর্পয়ামি স্বাহা ।। ওঁ তৎ সৎ"

প্রণাম মন্ত্র— "ওঁ অযোনিসম্ভবে মাতর্মহেশ্বরসুতে শুভে।
পদ্মালয়ে নমস্তুভ্যং রক্ষ মাং বৃজিনার্ণবাৎ ।।
আস্তীকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকে স্তথা।
জরৎকারুমুনে পত্নী মনসাদেবী নমোঽস্তুতে ।।

মনসা স্তোত্রম্

শ্রীনারায়ণ উবাচ। শ্রুয়তাং মনসাখ্যানং যৎ শ্রুতং ধর্মবক্তৃতঃ। কন্যা সা চ ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী ॥ তেনেয়ং মনসাদেবী মনসা যা চ দীব্যতি। মনসা ধ্যায়তে যা বা পরমাত্মানমীশ্বরীম্ ॥ তেন সা মনসাদেবী যোগেন সহ দিব্যতি। আত্মারামা চ সা দেবী বৈষ্ণবী সিদ্ধযোগিনী ॥ ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্ত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। জরৎকারুশরীরঞ্চ দৃষ্ট্বা তৎ ক্ষীণমীশ্বরঃ ॥ গোপীপতির্নাম চক্রে জরৎকারুরিতি প্রভুঃ। বাঞ্ছিতঞ্চ দদৌ তস্মৈ কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ ॥ পূজাঞ্চ কারয়ামাস চকার চ পুনঃ পুনঃ। স্বর্গে চ নাগলোকে চ পৃথিব্যাং ব্রহ্মলোকতঃ ॥ ভৃশং জগৎসু গোরী চ সুন্দরী চ মনোহরা। জগদ্গৌরীতি বিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী ॥ শিবশিষ্যা চ সা দেবী তেন শৈবীতি কীর্তিতা। বিষ্ণুভক্তাতীব শশ্বদ্ বৈষ্ণবী তেন নারদ ॥ নাগাণাং প্রাণরক্ষিত্রী যজ্ঞে জন্মেজয়স্য চ। নাগেশ্বরীতি বিখ্যাতা সা নাগভগিনীতি চ ॥ বিষং সংহর্তুমীশা সা তেন বিষহরিতি চ। সিদ্ধং যোগং হরাৎ প্রাপ্তা তেনাপি সিদ্ধযোগিনী ॥ অজ্ঞানজ্ঞানদাত্রীঞ্চ মৃত সঞ্জিবনীং পরাম্। মহাজ্ঞানযুতাং তাঞ্চ প্রবদন্তি মণীষিণঃ ॥ আস্তিকস্য মুনীন্দ্রস্য মাতা সা চ তপস্বিনী ॥ আস্তিকমাতা বিখ্যাতা জগৎসু সুপ্রতিষ্ঠিতা ॥ প্রিয়া মুনের্জরৎকারোমুনীন্দ্রস্য মহাত্মনঃ। যোগিনো বিশ্বপূজ্যস্য জরৎকারোঃ প্রিয়া ততঃ ॥ ওঁ নমো মনসায়ৈ। জরৎকারুর্জগদ্গৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী। বৈষ্ণবী

নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা ।। জরৎকারুপ্রিয়াস্তীক মাতা বিষহরেতি চ। মহাজ্ঞানযুতা চৈব সা দেবী বিশ্বপূজিতা ।। দ্বাদশৈতানি নামানি পুজাকালে চ যঃ পঠেৎ। তস্য নাগভয় নাস্তি তস্য বংশোদ্ভবস্য চ ।। নাগভীতে চ শয়নে নাগগ্রস্তে চ মন্দিরে। নাগক্ষতে মহাদুর্গে নাগবেষ্টিত বিগ্রহে ।। ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। নিত্যং পঠেদ্যস্তং দৃষ্ট্বা নাগবর্গঃ পলায়তে।। দশলক্ষ জপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধি ভবেন্নৃণাম্। স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেদ্যস্য স বিষং ভোক্তুমীশ্বরঃ ।। নাগৌঘং ভূষণং কৃত্বা স ভবেন্নাগবাহনঃ। নাগাসনো নাগতল্পো মহাসিদ্ধো ভবেন্নরঃ ।।

—ইতি মনসাস্তোত্রম্ সমাপ্তম্—

বিসর্জন বিধি

প্রথমে দেবীর দশোপচারে পূজা করিয়া আরাত্রিক করিবেন। তৎপরে দধিকরম্ব (চিড়া, মুড়কী, দধি, রম্ভা ও মিষ্টান্ন) দেবীকে নিবেদন করিবেন। যথা—"বং এতস্মৈ সোপকরণ মিষ্টান্ন দধিকরম্ব নৈবেদ্যায় নমঃ" মন্ত্রে তিনবার কুশোদক দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবেন। একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ সোপকরণ মিষ্টান্ন দধিকরম্ব নৈবেদ্যায় নমঃ" মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিবেন। একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া "এতে গন্ধপুষ্পে

এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে পুষ্পটি নারায়ণে দিয়া—"এতৎ সম্প্রদান্যৈ সায়ুধবাহন পরিবারানন্তাদ্যষ্টনাগ সহিত শ্রীশ্রীমনসা দেব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে উৎসর্গ করিবেন।

অনন্তর দেবতার শরীরে আবরণ দেবতাগণ বিলীন হইয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরী। যৎ পূজিতং ময়া দেবী পরিপূর্ণং তদস্তু মে।। আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং। বিসর্জনং ন জানামি পরিপূর্ণং তদস্তু মে।।" অতঃপর "ক্ষমস্ব" মন্ত্রে বিসর্জন করিবেন। প্রমাণ, যথা—

সংহারমুদ্রয়া তত্তেজঃ পুষ্পৈঃ সার্দ্ধং স্বহৃদয়মানয়েৎ।
তথাচ-নিধায় দেবতাং পশ্চাৎ স্বীয়হৃৎসরসীরুহে।
সুষুম্নাবর্ত্মনা পুষ্প মাঘায়োশ্বাসয়েত্ততঃ।।

অর্থাৎ সংহার মুদ্রাদ্বারা নির্মাল্য গ্রহণের সহিত সুষুম্নাপথে সেই পুষ্পের গন্ধের সহিত দেবতার তেজ নিজ হৃদয়পদ্মে আনয়ন করিবেন। তৎপরে ঈশাণ কোণে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি নির্মাল্যশেষ প্রদান করিবেন। পরে "ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবেন।

যে ঘটে পূজা করা হয়, সেই ঘটে হস্ত দিয়া কিঞ্চিৎ চালিত করিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি। পূজাধারণ কালে চ পুনরাগমনায় চ।।"

উক্তমন্ত্রে দেবী প্রতিমাও চালনা করিয়া সুতা কাটিয়া দিয়া শান্তিবারি প্রদান করিবেন।

শান্তি মন্ত্র

"ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ।। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে। আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্, যমো বৈ নৈর্ঋতস্তথা।। বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিকপালাঃ পান্তু তে সদা।। ওঁ কীর্তির্লক্ষ্মীধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তি স্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চ ধর্মপত্ন্যাঃ সমাগতাঃ।। ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ। গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ।। ওঁ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাংগণাঃ।। অস্ত্রাণি সর্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে।। ওঁ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। দেবদানবগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষস পন্নগাঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্মকামার্থসিদ্ধয়ে।।"

নাগপঞ্চমী

আষাঢ়ী পূর্ণিমা যা তু তৎপরং নাগপঞ্চমী।
গৌণশ্রাবণকৃষ্ণা চ পঞ্চমী নাগপঞ্চমী।।

অর্থাৎ আষাঢ়ী পূর্ণিমার পর যে পঞ্চমী তাহাকে নাগপঞ্চমী বলে। শাস্ত্রকারগণ গৌণশ্রাবণের কৃষ্ণা পঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। এই পঞ্চমী উভয়দিনে পূর্বাহ্নে পূজার যোগ্য প্রশস্তকাল প্রাপ্ত হউক বা না হউক পূর্বদিনে চতুর্থীযুক্তা যে পঞ্চমী, তাহাতেই পূজাদি করিতে হইবে।

সুপ্তে জনার্দনে কৃষ্ণে পঞ্চম্যাং ভবনাঙ্গনে।
পূজয়েন্মনসাদেবীং স্নুহী বিটপ সংস্থিতাম্—দেবীপুরাণম্।

অর্থাৎ জনার্দন শয়ন করিলে, তাহার পর কৃষ্ণপক্ষের যে পঞ্চমী, তাহাই নাগপঞ্চমী। এই পঞ্চমীতে গৃহাঙ্গনে (উঠানে) স্নুহীবৃক্ষ (সীজবৃক্ষ) স্থাপন করিয়া তাহাতে মনসাদেবীর পূজা করা উচিত। ইহাতে সর্পভয় থাকে না। এইসঙ্গে অষ্টনাগেরও পূজা করিতে হয়।

যথাবিধি সঙ্কল্প ও সূক্তাদি পাঠান্তে অষ্টনাগগণকে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। নাগগণকে দুগ্ধ এবং কদলী নিবেদন করিতে হয়।

যাহার পিতা-মাতা কিংবা পূর্বপুরুষগণের যে কেহ সর্পদংশনে মারা গিয়াছেন, নাগপঞ্চমীর দিন তাঁহাদের সর্পদংশনজনিত দোষমুক্ত হইয়া স্বর্গগমন জন্য এই দিবস নাগপূজা করিতে হয়। পূজাদি সমস্তই মনসা পূজার ন্যায়। শুধুমাত্র সঙ্কল্পে কিছু তফাৎ রহিয়াছে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে পঞ্চম্যান্তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে অমুক গোত্রস্য অমুকস্য) সর্পদংশন দোষবিমুক্তি পূর্বক স্বর্গগমন কামো নাগাণাং পূজনমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি।)

অতঃপর সুক্তাদি পাঠ করিয়া নাগগণের পূজা করিবেন। দুগ্ধ ও কদলী অবশ্যই নিবেদন করিবেন। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী পর্যন্ত এই পূজা করা হয়।

স্নুহীবৃক্ষে মনসাপূজা বিধি

গৃহ প্রাঙ্গণে বেদীর উপর সীজবৃক্ষ স্থাপন পূর্বক নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে স্বস্তিবাচনাদি, স্বস্তিসূক্ত পাঠ পূর্বক সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

"ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যেভূতান্যহক্ষপা, পবনো দিকপতির্ভূমিরাকাশং খচরামরা। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্।। অনন্তর সঙ্কল্প করিবেন। যথা—

সঙ্কল্প—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি কৃষ্ণেপক্ষে পঞ্চম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) উরগাদিভয়োপশমন কামো গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক স্নুহীবৃক্ষে সায়ুধবাহন পরিবারানন্তাদ্যষ্টনাগ সহিত

শ্রীশ্রীমনসাদেবী পূজনমহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি)।

অতঃপর সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ পূর্বক সামান্যার্ঘ্য স্থাপন হইতে আসনশুদ্ধি পর্যন্ত করিয়া গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল, মৎস্যাদিদশাবতার ও কাল্যাদি দশমহাবিদ্যা প্রভৃতির পূজা করিয়া "মাং" মূলমন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া মনসাদেবীর ধ্যান করিবেন। যথা—

"ওঁ দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাং।
হংসারূঢ়ামুদারামরুণিতবসনাং সেবিতাং সিদ্ধিকাম্যৈঃ।।
স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কণকমণিগণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈ।
বন্দেঽহং সাষ্টনাগামুরুকুচ যুগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্।।"

ধ্যানান্তে পুষ্পটি নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্বক বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করতঃ পীঠপূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। এতন্নৈবেদ্যং ওঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ।"

পীঠপূজার পর পুনর্বার মনসাদেবীর ধ্যান পূর্বক পুষ্প-বিল্বপত্রাদি স্নুহীবৃক্ষে দিয়া আবাহন করিবেন। যথা—

আবাহন—"আস্তিকস্য মুনের্মাতা জগদানন্দকারিণী। এহ্যেহি মনসাদেবি নাগমাতর্নমোহস্তুতে।। আগচ্ছ বরদে দেবি সর্বকল্যাণকারিণী। স্নুহীশাখাং সমারুহ্য তিষ্ঠ পূজাং করোম্যহম্।। ওঁ ভগবতি মনসাদেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিহিতা ভব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।"

তৎপরে—"এতৎ পাদ্যং ওঁ মাং (হ্রীং বা) মনসাদেব্যৈ নমঃ।" এইক্রমে—যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। অতঃপর দুগ্ধদ্বারা স্নুহীবৃক্ষে মনসা দেবীকে স্নান করাইবেন। মন্ত্র, যথা—

দুগ্ধদ্বারা স্নান মন্ত্র—"ওঁ ত্রৈলোক্য পূজ্যাং দেবীং ত্বাং নাগাভরণ ভূষিতাম্।
স্নাপয়ামি মহাভাগাং পুত্রায়ুর্ধন বৃদ্ধয়ে।।

অনন্তর চন্দন মিশ্রিত জলে স্নান করাইবেন। যথা—

স্নানমন্ত্র— "ওঁ গন্ধ চন্দন মিশ্রেণ তোয়েন নাগমাতরম্।
স্নাপয়ামি মহাভাগাং সর্বসম্পত্তি হেতবে।।"

অতঃপর সিন্দুর মিষ্টান্নাদি নিবেদন করিয়া পাদ্যাদি দ্বারা অথবা যথাশক্তি উপচারে অষ্টনাগের পূজা করিবেন। যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নাগায় নমঃ।" এইক্রমে—ওঁ বাসুকায় নাগায় নমঃ।" ওঁ পদ্ম

নাগায় নমঃ। ওঁ মহাপদ্ম নাগায় নমঃ। ওঁ তক্ষক নাগায় নমঃ। ওঁ কুলীর নাগায় নমঃ। ওঁ কর্কট নাগায় নমঃ। ওঁ শঙ্খ নাগায় নমঃ।" অতঃপর দুগ্ধ ও কদলী নাগগণকে নিবেদন করিবেন। যথা—

"এতৎ সদুগ্ধ কদলী ফলং ওঁ অনন্ত নাগায় নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ বাসুকি নাগায়, ওঁ পদ্ম নাগায়, ওঁ মহাপদ্ম নাগায়, ওঁ তক্ষক নাগায়, ওঁ কুলীর নাগায়, ওঁ কর্কট নাগায়, ওঁ শঙ্খ নাগায় নমঃ।"

অতঃপর জরৎকারু মুনির পূজা করিবেন; যথা—"ওঁ জরৎকারু মুনয়ে নমঃ।" এইমন্ত্রে যথাসাধ্য উপচারে পূজা করিবেন। পরে—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হংসায় নমঃ" মন্ত্রে দেবীবাহন হংসের যথাসাধ্য উপচারে পূজা করিবেন। অতঃপর পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবেন।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র— "ওঁ অযোনিসম্ভবে মাতর্মহেশ্বর সুতে শুভে।
পদ্মালয়ে নমস্তুভ্যং রক্ষ মাং বৃজিনার্ণবাৎ ॥১॥
মনসা ত্বং মহামায়ে জননী জগতাং পরা।
পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ কল্যাণং কুরু মে সদা ॥২॥
জননী মনসাং মাতঃ মহেশ্বর সুতে শুভে।
পদ্মালয়ে নমস্তুভ্যং ত্রাহি মাং দুঃখ সঙ্কটাৎ ॥৩॥

ॐ পৌরোহিত্য-পূজা বিজ্ঞান।